www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

﴿ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر:٠٦]

দোয়া ও দোয়ার নিয়মাবলী

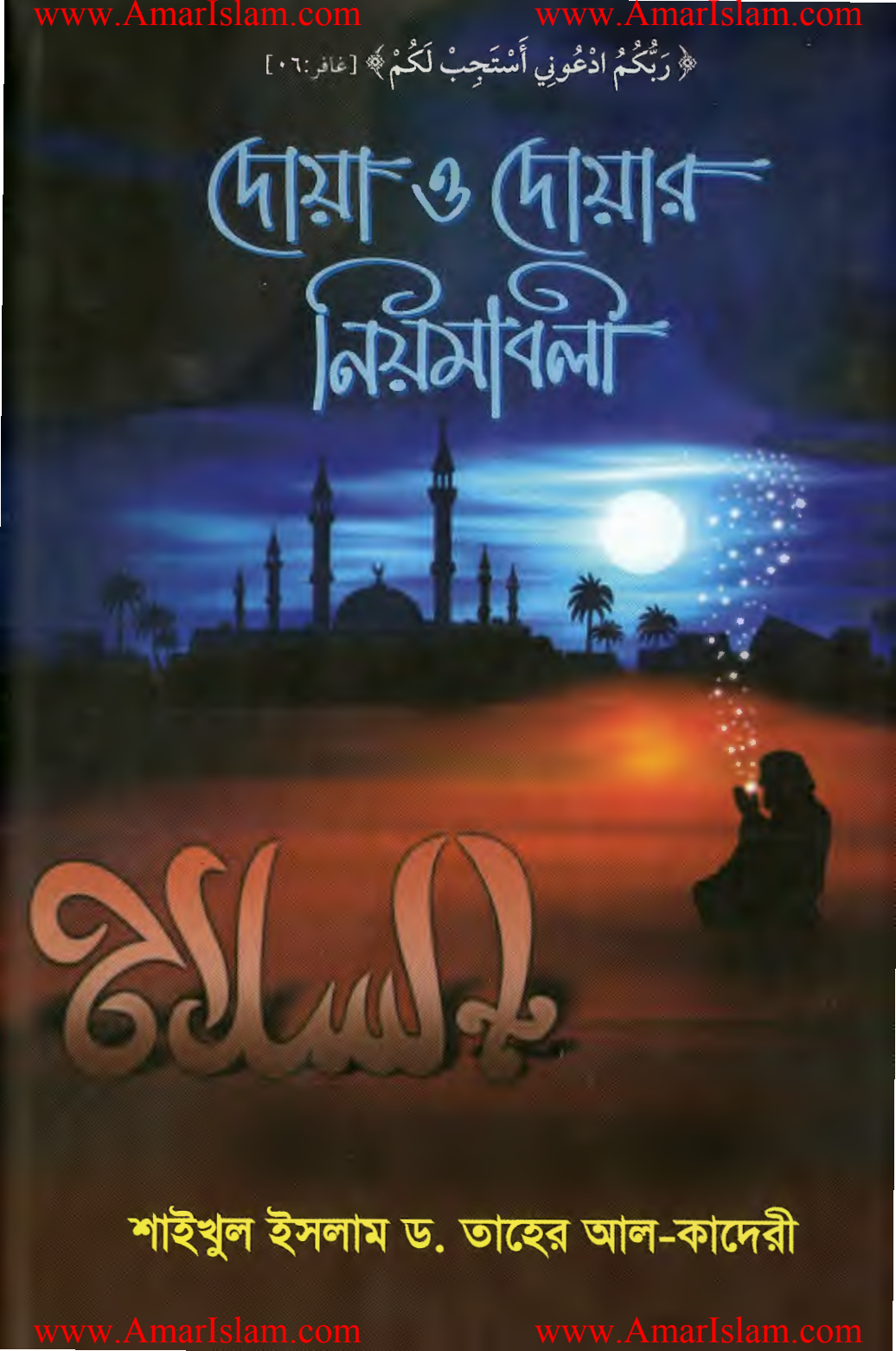

শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দোয়া ও দোয়ার নিয়মাবলী
মূল : শায়খুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আলকাদেরী
ভাষান্তর : মুফতী মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী
প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী, সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮
© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে ফেরদৌস লিসা
প্রথম প্রকাশ : ০৬ জুলাই ২০০৯, ১২ রজব ১৪৩০, ২২ আষাঢ় ১৪১৬
মূল্য : ৯০ [নব্বাই] টাকা মাত্র
প্রাপ্তিস্থান
মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা
৪২, জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
আজকের সূর্যোদয় গ্রুপ (অফিস)
২৬ চামেলীবাগ, শান্তিনগর প্রধান সড়ক, ঢাকা-১২১৭

Dua & Adab-e-Dua
By: Allamah Dr. Taher Al-kaderi
Translated In Bengali By: Mufti Mohamad Rafiqul Islam
Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury
Published By: Mohammad Abu Tayab Chowdhury
Price: Tk: 90/-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى وَعَلٰى وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ﴾

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচিপত্র

* সূচনা/৮

দোয়ার অর্থ/১০

দোয়ার পারিভাষিক সংজ্ঞা/১২

দোয়ার গুরুত্ব ও ফযীলত/১৩

১. দোয়া করার উৎসাহ প্রদান/১৫
২. আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়ার মূল্য/১৯
৩. দোয়া সকল ইবাদতের সার/২০
৪. দোয়া প্রয়োজন পূরণের চাবি/২০
৫. দোয়া প্রাথমিক প্রয়োজনের জিম্মাদার/২২
৬. দোয়া শিরক থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যম/২৩
৭. দোয়া দান ও ক্ষমার কারণ/২৪

দোয়ার শর্তাবলী/২৫

১. দোয়ায় আন্তরিক নিয়ত/২৮
২. হালাল রিযিক/৩১
৩. গুনাহ থেকে তাওবা করা/৩২

দোয়ার নিয়মাবলী/৩৩

১. কিবলামুখী হয়ে দোয়া করা/৩৪
২. উভয় হাত উঠিয়ে দোয়া করা/৩৪
৩. বিনয় ও নম্রতার সাথে দোয়া করা/৩৫
৪. দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া ও অধৈর্যতা প্রদর্শন না করা/৩৫
৫. দোয়ার শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ পড়া/৩৬
৬. দোয়া হামদ ও সানা দ্বারা আরম্ভ করা/৩৭
৭. দোয়ার শব্দাবলী তিনবার বলা/৩৮
৮. দোয়ার পরে মুখের ওপর হাত মাসেহ করা/৩৯
৯. নেক কাজের কথা স্মরণ করা/৪০

দোয়া কবুল হওয়ার মুখ্য সময়/৪১

১. সেহরীর সময় /৪১
২. আরাফার দিন/৪২

উৎসর্গ

دارو سکندر سے وہ مرد فقیر اولیٰ

ہے جن کی فقیری میں بوئے اسد اللہ

শাহ্ সূফী সৈয়দ আবদুল বারী শাহজী পীর (রাহ.)-এর অন্যতম খলীফা জামালপুর মালস্থ, আল-আমিন জমিরিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ও আল-আমিন জমিরিয়া মহিলা কামিল মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা সাবেক ধর্ম সচিব

মরহুম এম এ রশীদ চিশতীকে

যিনি দিন অতিবাহিত করতেন রাষ্ট্রীয় কর্মে এবং মানবতার সেবায় আর রাত অতিবাহিত করতেন মাওলায়ে হাক্বীকীর সন্তোষ বিধানে এবং চিরশায়িত রয়েছেন স্বীয় প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা ময়দানে।

এ মহান সাধকের পবিত্র চরণে এ ক্ষুদ্র প্রকাশনা উৎসর্গ করছি। আর তাঁর রূহানী সুদৃষ্টি যেন আমাদের আগামীর পথ চলার পাথেয় হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. রমযান মাস/৪২
৪. জুমার দিন/৪৩
৫. সিজদার অবস্থা/৪৩
৬. আযান ও ইকামতের মাঝখানে/৪৪
৭. ফরয নামাযের পর/৪৫
ফরয নামাযের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা/৪৬
ফরয নামাযসমূহের পর কুরআনের দোয়াসমূহ/৪৯
১. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম/৫০
২. সুরাতুদ দোয়া/৫০
৩. দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য/৫১
৪. দৃঢ়তা ও অটলতার জন্য/৫১
৫. ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে/৫১
৬. নামাযে অবিচলতার জন্যে/৫২
৭. হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্তির জন্যে/৫২
৮. ক্ষমা প্রাপ্তির জন্যে/৫২
৯. নেক ও সুসন্তানের জন্যে/৫৩
১০. জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে/৫৪
১১. পরকালের অপমান থেকে বাঁচার জন্যে/৫৪
১২. অন্তর প্রশস্ত হওয়ার জন্যে/৫৪
১৩. বিজয় ও সহযোগিতার জন্যে/৫৫
ফরয নামাযসমূহের পর মসনুন দোয়াসমূহ/৫৫
কোন কোন মানুষের দোয়া দ্রুত কবুল হয়?/৬১
১. মযলুম, মুসাফির এবং পিতা-মাতার দোয়া/৬১
২. অনুপস্থিত ব্যক্তির দোয়া/৬১
৩. রোযাদার এবং ন্যায় বিচারকের দোয়া/৬২
দৈনন্দিন জীবনের কতিপয় মাসনুন দোয়া/৬৩
শয়নকালের মাসনুন দোয়াসমূহ/৭১
নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পঠিত মাসনুন দোয়াসমূহ/৭৩
দোয়ায়ে নূর/৭৪
সারকথা/৭৫
*** প্রমাণপঞ্জী/৭৬**

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহর লাখো হামদ ও শোকর যে, পবিত্র রমযানকে সামনে রেখে আমরা 'দোয়া ও দোয়ার নিয়মাবলী' নামক এ গ্রন্থটি পাঠকের হাতে পেশ করতে পেরেছি। আল্লামা ড. তাহের আলকাদেরীর এ গ্রন্থটিতে অত্যন্ত প্রামাণ্য উদ্ধৃতি সহকারে দোয়ার সংজ্ঞা, ফযিলত, নিয়মাবলী এবং ব্যবহারিক বিভিন্ন মাসনুন দোয় মূল উদ্ধৃতি ও তার উচ্চারণ এবং অর্থসহকারে পরিবেশিত হয়েছে। এর ফলের গ্রন্থটি দ্বারা একজন পণ্ডিত গবেষক যেমন উপকার হাসিল করতে পারবেন তেমনি একজন সাধারণ ব্যক্তিও। এ কারণে গ্রন্থটির গুরুত্ব ও উপযোগিতর পরিপ্রেক্ষিতে সকলের কাছে সমাদৃত হবে বলে দৃঢ়ভাবে আশা পোষণ করি।

গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ মুদ্রণে কোনো ভুল বা অসংলগ্নতা পরিলক্ষিত হলে তা বরাবরের মতো আমাদের অবহিত করানোর অনুরোধ রইল।

বইটির ভাষান্তর, প্রকাশ ও বিতরণের তথা সামগ্রিকভাবে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি ও সবার জন্য দোয়া রইল।

মহান রাব্বুল আলামীন সকলের শ্রম কবুল করুন। আমিন। বেহুরমতে সাইয়িদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সালামসহ
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
স্বত্বাধিকার, সন্‌জরী পাবলিকেশন, চট্টগ্রাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচনা

আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া ও প্রার্থনা করা তাঁর প্রিয় ও নৈকট্যশীল বান্দাদের সদা পছন্দনীয় কাজ। দুঃখ-পেরেশানির ভিড়ে আপন প্রকৃত মালিকের দিকে ধাবিত হওয়া এবং বিপদাপদ, কষ্ট-ক্লেশ ও কঠিন অবস্থায় নিজের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য প্রকৃত স্রষ্টাকে ডাকার বিষয়টি মানবীয় অভ্যাসে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। কেননা, বান্দা তখন বাহ্যিক সকল আশ্রয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উপকরণ ও মাধ্যমসমূহ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সাহায্য-সহযোগিতাকারীগণ না উত্তরদান করে এখন নিরুপায় ও বাধ্য হয়ে মানুষের হৃদয়ের গভীর থেকে প্রার্থনা বের হয়ে আসে এবং তার হস্ত এমন এক শক্তির দিকে উঁচু হয় যেথায় ন্যায়বিচার ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়।

দোয়ার গুরুত্ব ও ফযীলত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

«لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ».

উচ্চারণ : লাইসা শাইয়ুন আক্‌রামা 'আলাল্লাহি মিনাদ দোয়ায়ি।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়ার চেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান অন্যকোন জিনিস নেই।[১]

আরও বলা হয়েছে,

«مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ».

উচ্চারণ : মাল লাম ইয়াস্‌আল্লিাহা ইয়াগ্‌দাব 'আলাইহি।

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন।[২]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণী থেকেও স্পষ্টভাবে দো'য়ার ফযীলত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়।

এ গ্রন্থে কেবল দোয়ার ফযীলতসমূহ, শর্তাবলী, নিয়মাবলী ও গৃহীত সময়সমূহের প্রদত্ত হয়নি; বরং প্রয়োজনীয় সংখ্যক পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের দোয়াসমূহ ও আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি শায়খুল ইসলাম অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তাহের আলকাদেরীর উপদেশাবলীর অর্ন্তভুক্ত। হুসনে

[১] মুসনাদে আহমদ, ১৯:১৩, ক্রমিক : ৮৯৮২
[২] সুনানুত তিরমিযী, ১২:২৬৫, ক্রমিক : ৩৭০০

আ'মাল (সৎ কর্মসমূহ)-এর একটি অংশ। তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ করে সার্বজনীন উপকারিতার জন্য পৃথকভাবে প্রচার করা হয়েছে।

এ গ্রন্থটি শায়খুল ইসলামের পক্ষ হতে এমন একটি উপহার, যে ব্যক্তি তা ইখলাস ও আল্লাহর ওয়াস্তে এবং কল্যাণের প্রত্যাশায় অধ্যয়ন করবে সে ইনশা আল্লাহ অবশ্যই তা থেকে উপকৃত হবে। মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে এ দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে সর্বদা প্রার্থনার হস্তে থাকার তাওফিক দান করেন এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিলায় আমাদের দোয়াসমূহকে কবুল হওয়ার মর্যাদাদানে ধন্য করেন। আমিন।

মুহাম্মদ আফযাল কাদেরী
সিনিয়র রিসার্চ স্কলার্স
ফরিদে মিল্লাত রিসার্চ ইন্সটিটিউট
১২ মার্চ ২০০৮ খ্রি.

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

বান্দার স্বীয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে উত্তম সেতুবন্ধন হলো দোয়া। দোয়া বিপর্যস্ত হৃদয়ের আশ্রয়স্থল। আশা-আকাঙ্ক্ষার আশ্রয়কেন্দ্র এবং বিজয় ও সফলতার যিম্মাদার। পৃথিবীর সকল ধর্মে সদা দোয়ার কল্পনা বর্তমান রাখা হয়েছে। ইসলাম দোয়াকে স্বতন্ত্র ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছে। মানুষের জীবনে কোনো কোনো সময় এমন ঘটনা ও বিপদ এসে যায় যার ফলে সে বাহ্যিক উপকরণ ও মাধ্যমসমূহের আধিক্য সত্ত্বেও নিজেকে দুর্বল ও অসহায় বোধ করে। এ নিঃস্বতায় তার প্রার্থনার হস্ত আপন প্রকৃত স্রষ্টার সম্মুখে সম্প্রসারিত হয় এবং তার মুখে কতিপয় নিবেদনমূলক শব্দ উচ্চারিত হয়। এ শব্দাবলী এবং মুনাজাতকে দোয়া বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة:١٨٦]

উচ্চারণ : উজীবু দাওয়াতাদ দায়ি ইযা দায়ান।

অর্থ : আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেব, যখন সে আমাকে ডাকে।[১]

তিনি আরও বলেন,

﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر:٦٠]

উচ্চারণ : উদয়ূনী আস্‌তাজিব লাকুম।

অর্থ : তোমরা আমার কাছে দোয়ার কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব।[২]

উক্ত ফরমানে মানুষদেরকে দোয়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন। মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে দোয়ার অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন। নিম্নে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

দোয়ার অর্থ

দোয়া (دعاء) শব্দটি মাসদার। মূল অক্ষর (د-ع-و) বাবে نصر হতে ক্রিয়া (فعل) হলো دَعَا। তা (دُعَاءٌ) মূলে ছিল دُعَاوٌ। অতিরিক্ত আলিফের পরে

[১] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:১৮৬
[২] আল-কুরআন, আল-গাফির, ৪০:৬০

শেষ শব্দ 'واو' হওয়ার কারণে 'واو'-কে همزة দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অতঃপর دُعَاءٌ হয়েছে। আভিধানিক দৃষ্টিতে তার অর্থ : ডাকা, আহ্বান করা, ইবাদত করা, সাহায্য প্রার্থনা করা, চাওয়া ইত্যাদি।[১]

কুরআন হাকীমের বিভিন্ন স্থানে দোয়া (دُعَا) শব্দটি উপরিউক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কতিপয় আয়াত নিম্নে প্রদত্ত হলো :

(١) ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة:١٨٦]

উচ্চারণ : ওয়া ইযা সাআলাকা ইবাদী আন্নী ফা-ইন্নী কারীবুন, উজীবু দাওয়াতাদ দায়ি ইযা দায়ান, ফাল-ইয়াস্‌তাজীবূ লী ওয়াল ইউ'মিনূ বী লায়াল্লাহুম ইয়ারশুদূন।

অর্থ : (হে নবী!) আর যখন আমার বান্দাগণ আপনার নিকট আমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করে, তখন বলে দিন, আমি তাদের নিকটেই, আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই, যখনই আমাকে আহ্বান করে। আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।[২]

(٢) ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف:٥٥]

উচ্চারণ : উদয়ূ রাব্বাকুম তাদার্‌রুয়ান ওয়া খুফ্‌য়াতান ইন্নাহু লা ইউহিব্বুল মু'তাদীন।

অর্থ : তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে (উভয় পদ্ধতিতে) ডাক। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।[৩]

(٣) ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر:٦٠]

[১] ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব, ১৪:২৫৭
[২] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:১৮৬
[৩] আল-কুরআন, আল-'আরাফ, ৭:৫৫

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণ : ওয়া কালা রাব্বুকুম উদউনী আস্‌তাজিব লাকুম। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াস্‌তাকবিরূনা আন ইবাদতী সায়াদ্‌খুলূনা জাহান্নামা দাখিরীন।

অর্থ : তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদতে অহঙ্কার করে তারা সত্বরই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১]

(٤) ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل:٦٢]

উচ্চারণ : আম্মান য়ুজীবুল মুদ্‌তাররা ইযা দায়াহু ওয়া ইয়াক্‌শিফুস সূয়া ওয়া ইয়াজ্‌'আলুকুম খুলাফায়াল আর্‌দি আ-ইলাহুম মায়াল্লহি কলীলাম মা তাযাক্কারূন।

অর্থ : বলতো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেয়, যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর।[২]

দোয়ার পারিভাষিক সংজ্ঞা

দোয়া (دُعَـا)-এর পারিভাষিক পরিচিত স্পষ্ট করতে গিয়ে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫৪ হি.) ফাতহুল বারীতে আল্লামা ইবনে তীবী (রাহ.)-এর উক্তি বর্ণনা করেন,

هُوَ إِظْهَارُ غَايَةِ التَّذَلُّلِ وَالِافْتِقَارِ إِلَى اللهِ وَالِاسْتِكَانَةِ لَهُ.

উচ্চারণ : হুয়া ইয্‌হারু গায়াতিত তাযাল্লুলি ওয়াল্ ইফ্‌তিকারি ইলাল্লাহি ওয়াল ইস্‌তিকানাতি লাহু।[৩]

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার পাক দরবারে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়, মুখাপেক্ষিতা, অক্ষমতা, নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করাকে দোয়া বলা হয়।

সুফীবিদগণের মতে দোয়া দ্বারা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উদ্দেশ্য :

[১] আল-কুরআন, আল-গাফির, ৪০:৬০
[২] আল-কুরআন, আন-নামল, ২৭:৬২
[৩] ইবনে হাজর আসকালানী, ফাতহুল বারী, ১১:৯৫

www.AmarIslam.com

১. লজ্জাপূর্ণ জবান নিয়ে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে হাজির হওয়ার নাম হলো দোয়া।
২. দোয়া পাপসমূহকে বর্জন করার নাম।
৩. দোয়া প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষার ভাষ্য।
৪. দোয়া প্রকৃত প্রিয়জনের সাথে এক প্রকার পারস্পরিক বার্তা বিনিময়। যতক্ষণ পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লেনদেন ঠিক থাকে।[১]

দোয়ার গুরুত্ব ও ফযীলত

সুখ-দুঃখের প্রভাব গ্রহণ করা মানবীয় স্বভাবের অর্ন্তভুক্ত। এটি চির সত্য কথা যে, কোনো ব্যক্তি সুখের অবস্থায় মহান স্রষ্টার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক বা না-করুক কিন্তু দুঃখ ও চিন্তার জগতে সে স্বীয় প্রভুকে ভুলে না। তখন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রার্থনা বের হয়ে আসে। তার হাত স্বতঃস্ফূর্তভাবে দোয়ার জন্য উঠে যায় এবং তার মাথা দুর্বল ও উৎসর্গ অবস্থায় বিনয় ও নম্রতার সাথে সিজদায় লুটে পড়ে। এ চূড়ান্ত অপারগতা ও ইচ্ছাহীন অবস্থায় তার ঠোঁট আন্দোলিত হতে থাকে। আর সে বিনীতভাবে অক্ষম, দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় স্বীয় প্রভুকে ডাকতে থাকে। তার ঠোঁটের ওপর আগত শব্দাবলী যা হৃদয়ের গভীর থেকে বের হয়, তা দোয়ার রূপ ধার নেয়।

দোয়া করার আমল কোমল ও প্রভাবপূর্ণ হিসেবে এ পরিমাণ আনন্দ, উৎসাহ, স্বাদ এবং হৃদয়োত্তাপ ও সরল ধারণকারী এবং মানুষ নিজেকে আপন স্রষ্টা ও মালিকের এমন নিকটবর্তী বলে ধারণা করে যে, বার বার প্রার্থনা করাকে বোঝা মনে করে না এবং নিরানন্দ বোধ করে না; বরং আনন্দ ও খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। অভিজ্ঞতা এ বিষয়ের ওপর সাক্ষী যে, শুধু অবিরাম প্রচেষ্টা এবং কঠোর পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করাই যথেষ্ট নয়; বরং সফলতা অর্জনের জন্য দোয়ার আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। মানুষ পূর্ণ প্রচেষ্টা, শ্রম এবং গুণাবলীসহ কার্য সম্পাদনের পরও প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। পর্যবেক্ষণ বলে যে, পূর্ণ বিবেক, জ্ঞান, বোধ শক্তি এবং দূরদর্শিতায় নিপুণের চেয়ে নিপুণ মানুষও নিজের বাসনাকে কর্মের পোশাক পরিধান করাতে ব্যর্থ হয়ে যায়। হযরত আলী (রা.)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি :

[১] কুশায়রী, আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়া : ২৭০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عَرَفْتُ رَبِّيْ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ.

উচ্চারণ : আরাফ্তু রাব্বী বি-ফাসখিল গারাযিম।

অর্থ : আমি আমার প্রভুকে ইচ্ছাসমূহ ভঙ্গ হওয়ার দ্বারা চিনি।

তা রহস্যের দর্পণ নিকেতন। দোয়া আমাদের ইচ্ছাসমূহ, আকাঙ্ক্ষাসমূহ এবং কামনাসমূহে শক্তি ও সামর্থ সৃষ্টি করে এবং কর্মের পথে আগত বিপদাপদ, দুঃখ, কষ্ট ইত্যাদি দূর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দোয়ার দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতার ধন অর্জিত হয়। আর দোয়া করা অবস্থায় বান্দা স্বীয় স্রষ্টা ও মালিকের খুবই নিকটবর্তী হয়ে যায়। এ অবস্থায় প্রভুর করুণা তার সাথী হয়ে যায়।

একজন খাঁটি মু'মিনের জন্য আবশ্যক যে, সে সুসময়-দুঃসময় সর্বদা অমুখাপেক্ষী প্রভুর দরবারে দোয়ার হস্ত সম্প্রসারিত করবে। পৃথিবীতে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা কেবল বিপদাপদ ও দুঃখের সময় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে এবং তাঁর দরবারে দোয়ার জন্য হাত উত্তোলন করে। কিন্তু যখন বিপদ দূর হয়ে যায় তখন দোয়ার কাজ ছেড়ে দেয়। এ কাজ আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। কুরআন মাজীদে এসব লোকদের নিন্দা করা হয়েছে :

(১) ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [يونس:١٢]

উচ্চারণ : ওয়া ইযা মাস্সাল ইন্সানাদ দুর্‌রুন দায়ানা লি-জামবিহি আও কায়িদান আও কায়িমান। ফালাম্মা কাশাফ্না আনহু দুর্‌রাহু মার্‌রা কাআন লাম ইয়াদ্উনা ইলা দুর্‌রিন মাস্সাহু। কাযালিকা যুইয়িনা লিল-মুস্‌রিফীনা মা কানূ ইয়া'মালূন।

অর্থ : আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, শুয়ে বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায় তখন মনে হয় কখনো কোনো কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে মনপুত করে দেখানো হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে।[১]

[১] আল-কুরআন, ইউনূস, ১০:১২

(২) ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾ [الزُّمر:٨]

উচ্চারণ : ওয়া ইযা মাস্সাল ইন্সানা দুর্‌রুন দা'আ রাব্বাহু মুবীবান ইলাইহি ছুম্মা ইযা খাওয়ালাহু নি'মাতান মিনহু নাসিয়া মা কানা ইয়াদ্উ ইলাইহি মিন কাবলু।

অর্থ : আর যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন তাকে নেয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্যে পূর্বে ডেকেছিল।[১]

১. দোয়া করার উৎসাহ প্রদান

দোয়া স্বীয় আঁচলে এ পরিমাণ সৌন্দর্য ও উপকারিতা ধারণ করে যে, পৃথিবীতে সম্ভবত কোনো দ্বীন নেই। যা দোয়া করার উৎসাহ প্রদান করেনি। দোয়া করা মূলতঃ প্রভুর দরবারে স্বীয় দাসত্ব, নিঃস্বতা, অক্ষমতা, উৎসর্গিতা, দরিদ্রতা ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা। আর এ বিষয়ের ঘোষণা দান করা যে, দোয়াকারী নিজেকে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়ার মুখাপেক্ষী মনে করে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে বিভিন্ন পন্থায় দোয়ার দিকনির্দেশনা, অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কতিপয় আয়াত প্রদত্ত হলো :

(১) ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة:١٨٦]

উচ্চারণ : ওয়া ইযা সাআলাকা ইবাদী আন্নী ফা-ইন্নী কারীবুন। উজীবু দাওয়াতাদ দায়ী ইযা দায়ানি। ফাল-ইয়াস্তাজীবূ লী ওয়াল ইউ'মিনূ বী লা'আল্লাহুম ইয়ারশুদূন।

অর্থ : আর (হে আমার নবী!) যখন আমার বান্দারা আপনার নিকট আমার ব্যাপারে প্রশ্ন করে, তখন (আপনি বলে দিন যে,) আমি নিকটেই আছি। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই, যখনই সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তাদের একান্ত কর্তব্য আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।[২]

[১] আল-কুরআন, যুমার, ৩৯:৮
[২] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:১৮৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(٢) ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف:٥٦]

উচ্চারণ : ওয়ালা তুফ্সিদূ ফীল আর্‌দি বা'দা ইস্‌লাহিহা ওয়াদ্‌য়ূহু খাওফান ওয়া তামাআন। ইন্না রাহমাতাল্লাহি কারীবুম মিনাল মুহ্‌সিনীন।

অর্থ : পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাঁকে আহ্বান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।[১]

(٣) ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر:٦٠]

উচ্চারণ : ওয়া কালা রাব্বুকুম উদঊনী আস্‌তাজিব লাকুম। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াস্‌তাক্‌বিরূনা আন ইবাদাতী সায়াদ্‌খুলূনা জাহান্নামা দাখিরীন।

অর্থ : তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদতে অবাধ্যতা করে তারা সত্বরই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[২]

(٤) ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل:٦٢]

উচ্চারণ : আম্মান ইউজীবুল মুদ্‌তর্‌রা ইযা দায়াহু ওয়া ইয়াক্‌শিফুস সূয়া ওয়া য়াজ্‌'আলুকুম খুলাফায়াল আর্‌দি আইলাহুম মা'আল্লাহি কলীলাম মা তাযাক্কারূন।

অর্থ : বলতো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেয় যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন? সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তোমারা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর।[৩]

[১] আল-কুরআন, আল-আরাফ, ৭:৫৬
[২] আল-কুরআন, আল-গাফির, ৪০:৬০
[৩] আল-কুরআন, আন-নামল, ২৭:৬২

উপরোক্ত আয়াতসমূহের সমর্থনে অসংখ্য হাদীস শরীফও দোয়ার গুরুত্ব ও মর্যাদায় বর্ণিত হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করার অনুপ্রেরণা দান করা হয়েছে। যেমন-

১. হযরত আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«سَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ».

উচ্চারণ : সালুল্লাহা মিন ফাদ্‌লিহি। ফা-ইন্নাল্লাহা আয্‌যা ওয়া জাল্লা ইউহিব্বু আঁয় ইউস্‌আলা ওয়া আফ্‌দালুল ইবাদাতি ইন্‌তিযারুল ফারাজ।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নিকট তার করুণা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে প্রার্থনা করাকে পছন্দ করেন। আর উত্তম ইবাদত হলো (ধৈর্যের সাথে) প্রাচুর্যের অপেক্ষা করা।[১]

২. হযরত আবু যার (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

«يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ».

উচ্চারণ : ইয়া ইবাদী! লাও আন্না আওয়ালাকুম ওয়া আখিরাকুম ওয়া ইন্‌সাকুম ওয়া জিন্নাকুম কামূ ফী সায়ীদিন ওয়াহিদিন ফাস্‌আলূনী। ফা-আ'তাইতু কুল্লা ইন্‌সানিন মাস্‌আলাতাহু মা নাকাসা যালিকা মিম্মা ইন্‌দী ইল্লা কামা ইয়ান্‌কুসুল মিখ্‌য়াতু ইযা উদ্‌খিলাল বাহর।

অর্থ : হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ এবং তোমাদের মানব ও দানব কোনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার কাছে প্রার্থনা কর আর আমি প্রত্যেক ব্যক্তির প্রার্থনা কবুল করি। তবে আমার কাছে যা কিছু রয়েছে তা

[১] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু ফী ইনতিযারিল ফারাজি ওয়া গায়রি যালিকা, ৫:৫৩২, ক্রমিক : ৩৫৭১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

থেকে এ পরিমাণ কমবে যেরূপ সূঁচকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে (উঠানোর দ্বারা) তাতে কমে।[১]

৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ».

উচ্চারণ : মান সার্‌রাহু আই ইয়াস্‌তাজীবাল্লাহু লাহু ইন্‌দাশ শাদায়িদি ওয়াল কুর্‌বি ফাল্‌ইউক্‌সিরিদ দোয়া ফির রাখায়ি।

অর্থ : যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, আল্লাহ তা'আলা বিপদ-মসিবত ও দুঃখ-কষ্টের সময় তার দোয়া কবুল করুক, সে যেন খুশি ও আনন্দের সময় বেশি বেশি করে দোয়া করে।[২]

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার পাক দরবারে কামনার হস্ত যে ব্যক্তি সম্প্রসারিত করে না তার সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ».

উচ্চারণ : মান লাম ইয়াস্‌আলিল্লাহা ইয়াগ্‌দাব আলাইহি।

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট কামনা করে না (কিছু চায় না) আল্লাহ তা'আলা তার ওপর ক্রোধান্বিত হন।[৩]

ইমাম কুশাইরী (রাহ.) (৩৭৬–৪৬৫ হি.) হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ (রাহ.)-এর একটি কথা বর্ণনা করেন; আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকে সৃষ্টি করে বললেন, আমার সাথে কথা বলো। যদি তা না পার, তাহলে আমার দিকে তাকাও। যদি এটিও করতে না পার, তাহলে আমার কথা শোন। যদি এটিও করতে সক্ষম না হও, তাহলে আমার দরজায় থেকো। যদি এটিতে সমর্থ না হও, তাহলে নিজেদের প্রয়োজনীয় বিষয়কে আমার কাছে হাজির কর।[৪]

[১] মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল বার ওয়াস-সিলা ওয়াল আদব, বাবু তাহরীমিয যুলম, ৪:১৯৯৪, ক্রমিক : ২৫৭৭

[২] তিরমিযী, আস-সুনান, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু মা-জাআ আন্না দাওয়াতাল মুসলিম মুস্তাজাবুন, ৫:৪৬২, ক্রমিক : ৩৩৮২

[৩] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু মিনহু (২), ৫:৪৫৬, ক্রমিক : ৩৩৭৩

[৪] কুশাইরী, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া : ২৬৪

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাহ.) ফুতুহুল গায়বে দোয়ার গুরুত্বের ওপর জোর দিতে গিয়ে বলেছেন,

'হে মু'মিনগণ! এ কথা বলবে না যে, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করবো না। কারণ যা আমার ভাগ্যে রয়েছে আমি প্রার্থনা করি আর না-ই করি; তা আমি পাবই, বরং হে বান্দাগণ! দুনিয়া ও আখিরাতের ওটাই উত্তম বস্তু যা তোমার প্রয়োজন, তা আল্লাহ তা'আলার নিকট চাও। তবে শর্ত হলো হারাম বা ফাসাদের কারণ যেন না হয়। এ কথা বলো না যে, আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি কিন্তু আমার প্রার্থনা কবুল হয় না, তাই আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! সবর্দা আপন প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর। যে জিনিস তুমি প্রার্থনা করো, যদি তা তোমার ভাগ্যে থাকে, তবে দোয়ার পর তোমাকে প্রদান করা হবে। তখন এ দান একত্ববাদে তোমার ঈমানকে স্থায়ী করবে। আর সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষিতা, সর্বদা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর সত্তা সকল প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম হয়ে ঈমান ও ইয়াকিনে সংযোজিত হবে। আর যদি সে জিনিস তোমার ভাগ্যে না জোটে, তবে আল্লাহ তা'আলা এ দো'য়ার বরকতে তোমাকে অমুখাপেক্ষিতা এবং দরিদ্রতার অবস্থায় সন্তুষ্টি ও আত্মতৃপ্তির মহান দৌলত দান করবেন। আর যদি মুখাপেক্ষী ও অসুস্থ হও, তবে তোমাকে এতে সন্তুষ্ট করবেন। আর যদি তুমি ঋণী হও, তবে ঋণদাতাকে কঠোর থেকে বিনম্র ক্ষমা করার বা কমিয়ে দেয়ার প্রতি আসক্ত-প্রবণ করে দেবেন। হ্যাঁ! এটিও হতে পারে যে, যদি সে এ ঋণ পার্থিব জগতে পরিশোধ করেনি, তবে পরকালে মহা পুরস্কার প্রদান করবেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা করুণাময়, অমুখাপেক্ষী ও মেহেরবান। তিনি প্রার্থনাকারী বান্দাকে নিরাশ করেন না। প্রার্থনায় সুফল মানুষের নিশ্চিত পৌঁছে। চায় দুনিয়ায় লাভ হোক বা পরকালে লাভ হোক।'[১]

২. আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়ার মূল্য

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ».

উচ্চারণ : লাইসা শাইউন আক্‌রামা আলাল্লাহি মিনাদ দোয়ায়ি।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়ার চেয়ে সম্মানী আর কোনো জিনিস নেই।[২]

[১] আবদুল কাদের জিলানী, ফুতুহুল গায়ব, ৮৮:৮৯

[২] ১. তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু মা-জাআ ফী ফাযলিদ দোয়া, ৫:৩৮৫, ক্রমিক : ৩৩৭০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. দোয়া সকল ইবাদতের সার

দোয়া চায় ক্ষমা ও দানের জন্যে হোক বা কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্যে তা সর্বাবস্থায় ইবাদত। হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ».

উচ্চারণ : আদ-দোয়ায়ু হুয়াল ইবাদা।

অর্থ : দোয়াই ইবাদত।[১]

দোয়া শুধু ইবাদত নয়, বরং সকল ইবাদতের সারমর্ম ও মজ্জা। হযরত আনস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ».

উচ্চারণ : আদ-দোয়ায়ু মুখ্খুল ইবাদা।

অর্থ : দোয়া ইবাদতের সার (মজ্জা)।[২]

৪. দোয়া প্রয়োজন পূরণের চাবি

দোয়া প্রয়োজন পূরণের চাবি, মুখাপেক্ষীদের জন্য প্রশান্তির সম্বল, আশ্রয়হীনদের জন্য আশ্রয়স্থল, অভাবীদের জন্য শান্তির কারণ। একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে,

اَلدُّعَاءُ مِفْتَاحُ الْحَاجَةِ وَأَسْنَانُهُ لُقَمُ الْحَلَالِ.

উচ্চারণ : আদ-দোয়ায়ু মিফ্তাহুল হাজাতি ওয়া আস্নানুহু লাকামুল হালাল।

অর্থ : দোয়া প্রয়োজনের চাবি আর তার দাঁতসমূহ হালালের লোকমা।[৩]

হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

২. ইবনে হাব্বান, আস-সাহীহ, ৩:১৫১, ক্রমিক : ৮৭০

[১] ১. তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন, বাবু ওয়া মিন সূরাতিল বাকারা, ৫:৮০, ক্রমিক : ২৯৬৯

২. আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, বাবুদ দোয়া, ১:৫৫০, ক্রমিক : ১৪৭৯

[২] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু মা-জায়া ফী ফাযলিদ দোয়া, ৫:৩৮৬, ক্রমিক : ৩৩৭১

[৩] কুশাইরী, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া : ২৬৭

«لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِرُّ».

উচ্চারণ : লা ইয়ারুদ্দুল কাদায়া ইল্লাদ দোয়ায়ু ওয়ালা ইয়াযীদু ফীল উমুরি ইল্লাল বির্‌রু।

অর্থ : তাকদীরকে দোয়াই পরিবর্তন করতে পারে। আর পুণ্যের কারণেই আয়ু বৃদ্ধি পায়।[১]

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'জমিনে বসবাসকারী কোনো মুসলমান যখন দোয়া করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে তার প্রয়োজনীয় বিষয় প্রদান করেন অথবা তার সমপরিমাণ মন্দা ও পাপ তার থেকে দূর করে দেন। যদি সে দোয়া পাপ সংশ্লিষ্ট বা সম্পর্ক ছিন্নমূলক না হয়। এক ব্যক্তি আরয করল, (হে আল্লাহর রাসুল!), এখন তো আমরা অনেক বেশি চাইব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশি দানবীর।'[২]

ইমাম কুশাইরী (রাহ.) (৩৭৬-৪৬৫ হি.) হযরত আবদুল্লাহ (রাহ.)-এর বাণী বর্ণনা করেন যে, 'একদিন আমি হযরত জুনাইদ (রাহ.)-এর নিকট ছিলাম। তখন এক রমণী এসে আরয করল, আমার ছেলে হারিয়ে গেছে। আপনি একটু দোয়া করুন। তিনি বলেন, যাও! ধৈর্য ধর। সে চলে গেল এবং পরদিন এসে নিজের উদ্দেশ্য পুনরায় ব্যক্ত করলে হযরত জুনাইদ (রাহ.) এবারও একই উত্তর দিলেন, যাও ধৈর্য ধর। রমণীটি চলে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসল। এভাবে কয়েকবার করলো। আর হযরত জুনাইদ (রাহ.) বারবার এরূপই বললেন, ধৈর্য ধর। পরিশেষে সে বলল, এখন আমার ধৈর্যের বাধ ভেঙে গেছে। অধিক ধৈর্যের শক্তি নেই। তাই আমার জন্য দোয়া করুন। হযরত জুনাইদ (রাহ.) বলেন, যদি অবস্থা এমনই হয়, তবে যা! তোমার ছেলে ফিরে এসেছে। সে বাড়ি গিয়ে দেখে ছেলে ফিরে এসেছে। অতঃপর সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য হযরত জুনাইদ (রাহ.)-এর নিকট আসে। সে জিজ্ঞেস করল, তিনি এরূপ কেন করেছেন? হযরত জুনাইদ (রাহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ﴾ [النمل:٦٢]

[১] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুল কাদরি, বাবু মা-জায়া লা ইয়ারুদ্দুল কাদরা ইল্লাদ দোয়া, ৪:১৮, ক্রমিক : ২১৩৯

[২] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু ফী ইনতিযারিল ওয়া গায়রি যালিকা, ৫:৫৩৩-৩৪, ক্রমিক : ৩৫৭৩

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণ : আম্মান ইজীবুল মুদ্‌তার্‌রা ইযা দায়াহু ওয়া ইয়াক্‌শিফুস সূয়া ওয়া ইয়াজ্‌আলুকুম খুলাফায়াল আর্‌দি।

অর্থ : বলতো কে নিঃসহায়ের ডাকে যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন।'[১]

৫. দোয়া প্রাথমিক প্রয়োজনের জিম্মাদার

মানবীয় জিন্দেগীতে অনেক কম লোকই এমন দৃঢ় মাংসপেশীর মালিক হয়ে থাকেন যে জীবনে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ক্ষেত্রে একাই সক্ষম। অনেক সময় দুঃখ-কষ্ট এমন অভ্যন্তরীণ এবং একান্ত ব্যক্তিগত হয়ে থাকে যে, মানুষ তার আলোচনা নিজের কোনো প্রিয় বন্ধু এবং আত্মীয়ের নিকট করতেও লজ্জাবোধ করে। দোয়া চিন্তা ও দুঃখ-কষ্ট হ্রাস করার উত্তম ও সহজ মাধ্যম। তা আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজনের জিম্মাদার হয়ে আমাদের একক অনুভূতি থেকে বেরিয়ে আসে। এটি প্রত্যক্ষ বিষয় যে, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে স্নায়বিক সমস্যার শিকার হয় অথবা মানসিক বিপদে পড়ে তখন অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী তাকে এ কষ্ট ও দুঃখকে কোনো আপন লোকের কাছে বলার পরামর্শ দেন। এর উদ্দেশ্য হলো, এ ব্যক্তির অন্তর ও মস্তিস্কে বিদ্যমান বোঝা যেন কিছুটা হালকা হয়। দোয়াতেও মানুষ আপন প্রকৃত মালিকের সামনে, যিনি অন্তরের খবর জানেন, নিজের দুঃখ-কষ্টের আলোচনা করে থাকে। এ আমল দ্বারা তার আত্মতৃপ্তি অর্জিত হয় এবং অন্তরের বোঝা হালকা হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ কাজের শিক্ষা দিয়েছেন যে, ছোট থেকে ছোট প্রয়োজনের জন্যেও আল্লাহ তা'আলার দরবারে কড়া নাড়তে হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«سَلُوا اللهَ مَا بَدَا لَكُمْ مِنْ حَوَائِجِكُمْ حَتَّى شِسْعَ النَّعْلِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ».

উচ্চারণ : সালুল্লাহা মা বাদা লাকুম মিন হাওয়ায়িজিকুম হাত্তা শিস্‌আন না'লি, ফা-ইন্নাহু ইন লাম ইউয়াসির্‌হু লাম ইয়াতায়াস্‌সার।

অর্থ : নিজের প্রয়োজনের যা কিছু চাওয়ার ইচ্ছা করো, তা আল্লাহ তা'আলার কাছে চাও। এমনকি নিজের জুতার ফিতাও (তাঁর কাছে চাও)। কেননা যদি তাঁর (দানের মধ্যে) সন্তুষ্ট না হও, তবে (জুতার ফিতাও) সহজ হবে না।[১]

[১] ১. আল-কুরআন, আন-নামল, ২৭:৬২
২. কুশাইরী, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া : ২৬৭

হযরত বকর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«سَلُوا اللهَ حَوَائِجَكُمْ حَتَّى الْمِلْحَ».

উচ্চারণ : সালুল্লাহা হাওয়ায়িজাকুম হাত্তাল মিল্‌হা।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা কর, তা লবণই হোক না কেন।[২]

৬. দোয়া শিরক থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যম

ইমাম বুখারী (রাহ.) আল-আদবুল মুফরাদে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়েছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে আবু বকর! শিরকের অংশ তোমাদের মধ্যে পিঁপড়ার চলার গতি থেকেও হালকা হয়ে থাকে। এতে হযরত আবু বকর (রা.) আরয করলেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা ছাড়াও কি অন্য কোনো পদ্ধতিতে শিরক হয়ে থাকে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওই যাতে পাকে শপথ যার কুদরতের হাতে আমার জীবন, শিরকের অংশ পিঁপড়ার গতি থেকে হালকা হয়ে থাকে। আমি কি তোমাদেরকে ওই দোয়া বলে দেব না, যে ব্যক্তি এ দোয়া আমল করবে ছোট-বড় সকল শিরক তার থেকে দূর হয়ে যাবে? তিনি ইরশাদ করেন,

«قُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ».

উচ্চারণ : কুল্ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা আন উশ্‌রিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু ওয়া আস্‌তাগফিরুকা লিমা লা আ'লামু।

অর্থ : বলুন, হে আল্লাহ! আমি জেনে-বুঝে আপনার সাথে শিরক করা থেকে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'[৩]

[১] বায়হাকী, শা'আবুল ঈমান, ২:৪১, ক্রমিক : ১১১৮
[২] বায়হাকী, শা'আবুল ঈমান, ২:৪২, ক্রমিক : ১১২০
[৩] বুখারী, আল-আদবুল মুফরাদ : ১৮৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৭. দোয়া দান ও ক্ষমার কারণ

দোয়া প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবন সাথী। দোয়া শুধু জীবনের কদমে কদমে আমাদের আশ্রয়স্থল হয় না, বরং আলমে বরযখেও আমাদের উন্নতির কারণ হয়ে থাকে।

ইমাম তিরমিযী (রাহ.) (২১০-২৭৯ হি.) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে হাদীসে কুদসী বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

«قَالَ اللهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِى وَرَجَوْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِى. يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِى. يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِى بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِى لاَ تُشْرِكُ بِى شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً».

উচ্চারণ : কালালল্লাহু ইয়া ইব্‌না আদম! ইন্নাকা মা দা'আওতানী ওয়া রাজাওতানী গাফার্‌তু লাকা আলা মা কানা ফীকা ওয়া লা উবালী। ইয়া ইবনা আদম! লাও বালাগাত যুনূবুকা আনানাস সামায়ি সুম্মাস তাগ্‌ফারাতানী গাফার্‌তু লাকা ওয়ালা উবালী। ইয়া ইবনা আদম! ইন্নাকা লাও আতাইতানী বিকুরাবিল আর্‌দি খাতায়া সুম্মা লাকীতানী লা তুশরিকু বী শাইয়ান লা-আতাইতুকা বিকুরাবিহা মাগ্‌ফিরাতান।

অর্থ : হে আদম সন্তান! যতক্ষন পর্যন্ত তুমি আমার কাছে দোয়া করতে থাকবে এবং ক্ষমার আশা করবে, তাহলে যা কিছু তুমি করেছ আমি তা ক্ষমা করে দেব। আর এতে আমার কোনো পরোয়া নেই। হে আদম সন্তান! যদি তোমার গুনাহ আকাশের মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছে, তারপরও তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাইলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। এতে আমার কোনো পরোয়া নেই। হে আদম সন্তান! যদি তুমি জমিনব্যাপী পাপ করে থাক, অতঃপর কোনো কিছুকে আমার সাথে শিরক না করে আমার সাথে মিলিত হও, তবে আমি নিশ্চিত তোমাদের জমিনব্যাপী ক্ষমা প্রদান করবো।[১]

[১] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু ফী ফাযলিত তাওবা ওয়াল ইসতিগফার, ৫:৯, ক্রমিক : ৩৫৪০

ইমাম মুসলিম (রাহ.) হযরত ওয়াইস করনী (রাহ.)-এর ক্ষমার দোয়া প্রসঙ্গে আসীর ইবনে জাবের (রা.) থেকে একটি বর্ণনা নকল করেন যে, 'হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর নিকট যখন ইয়ামানবাসীদের কোনো দল আসতেন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের মধ্যে কি ওয়াইস ইবনে আমের আছে? এমনকি একদিন হযরত উয়াইস করনী তাঁর নিকট এসে যান। হযরত ওমর (রা.) আবার জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি 'মুরাদ' বংশের? তিনি বলেন, হ্যাঁ! হযরত ওমর (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি 'করন' থেকে এসেছেন? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ! হযরত ওমর (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, আপনার কি শ্বেত রোগ ছিল? এখন তা এক দিরহাম পরিমাণ চিহ্ন রয়েছে, অবশিষ্ট চিহ্ন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, হ্যাঁ! হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথা শুনেছি যে, ইয়ামানী সাহায্যকারী দলের সাথে তোমাদের নিকট 'মুরাদ' গোত্র থেকে 'করন'-এর এক ব্যক্তি আগমন করবে। যার নাম ওয়াইস ইবনে আমের। তাঁর শ্বেত রোগ ছিল। এক দিরহাম পরিমাণ ছাড়া অবশিষ্ট ভালো হয়ে গিয়েছে। যদি সে কোনো জিনিসের ওপর শপথ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তা পূর্ণ করেন। যদি তোমাদের সম্ভব হয় তার দ্বারা ক্ষমার দোয়া করাবে। আপনি আমার জন্য ক্ষমার দোয়া করুন। হযরত ওয়াইস করনী (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর জন্য ক্ষমার দোয়া করেছেন।'[১]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা দোয়ার গুরুত্ব, ফযীলত দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষ লাখ ইবাদত-বন্দেগী করে জানে না যে, তা কবুল হয়েছে, না হয়নি। কিন্তু যদি সেই ইবাদতের সাথে আল্লাহ তা'আলার নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়াও করে, তবে আল্লাহ তা'আলা দোয়াকারীদের প্রিয় জানেন। ফলে তিনি ক্ষমার পাথেয় সৃষ্টি করে দেন।

দোয়ার শর্তাবলী

আল্লাহ তা'আলা তাঁর দরবারে প্রার্থনার হস্ত সম্প্রসারিতকারী বান্দার দোয়া অবশ্যই শুনেন এবং কবুল করেন। বরং এ মেহেরবান সত্তা স্বীয় বান্দাদের দোয়া কবুল করার অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

[১] মুসলিম, আল-জামি আস-সাহীহ, কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা, বাবু ফাযায়িলি ওয়াইস করনী (রা.), ৪:১৯৬৮, ক্রমিক : ২৫৪২

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১) ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

[البقرة:١٨٦]

উচ্চারণ : ওয়া ইযা সাআলাকা ইবাদী আন্নী ফা-ইন্নী কারবীবুন। উজীবু দাওয়াতাদ দায়ী ইযা দায়ানি।

অর্থ : আর (হে আমার নবী!) যখন আমার বান্দারা আপনার নিকট আমার ব্যাপারে প্রশ্ন করে, তখন (আপনি বলে দিন যে,) আমি নিকটেই আছি। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই, যখনই সে আমাকে ডাকে।[১]

একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে আমাদের আকীদা-বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওয়াদার পরিপন্থী কোনো কথা বলেন না। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যখন আল্লাহ তা'আলা তার ওয়াদায় সত্যবাদী তখন কোনো কোনো দোয়া কবুল হয় না কেন? দোয়া কবুল না হওয়ার ওপর গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট হয় যে, মানুষের কোনো কোনো দোয়া কোনো না কোনো রহস্যের ভিত্তিতে কবুল হয় না। আল্লাহ তা'আলা কোন রহস্যের কারণে তার বান্দাদের কোন দোয়া কবুল করেন না যার পরিনামে বান্দাকে লজ্জিত অথবা বিপদের সম্মুখীন করতে হয় –এটি আল্লাহ তা'আলার স্বীয় বান্দাদের প্রতি ভালোবাসা ও দয়ার নিদর্শন।

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাহ.) (৪৭০–৫৬১) ফুতুহুল গায়বে বলেছেন, 'তোমাদের কি হয়েছে যে, দোয়া কবুল হতে বিলম্বের কারণে আপন প্রভুর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে গিয়ে বলছ, সৃষ্টির প্রতি প্রার্থনা করা তো আমাদের ওপর হারাম করেছেন এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা ফরয করেছেন। কিন্তু যখন আমরা তাঁর নিকট দোয়া করি, তিনি দোয়া কবুল করেন না। এ প্রসঙ্গে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা কি আযাদ না ক্রীতদাস? যদি তোমরা নিজেদেরকে স্বয়ং আযাদ বলে মনে করো, তবে তোমরা কাফের আর যদি নিজেদেরকে ক্রীতদাস বলে মনে করো, তবে তোমাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা দোয়া কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে স্বীয় প্রভুর ওপর কেন অপবাদ দিচ্ছ, যিনি তাঁর সৃষ্টির সকল অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল! তাঁর দয়া ও প্রজ্ঞায় তোমরা ও সকল সৃষ্টি আমভাবে অংশিদার। কেন সন্দেহ পোষণ করো।[২]

আর যদি তোমরা আল্লাহর ওপর অভিযোগ উত্থাপন না করে দোয়া বিলম্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে তার প্রজ্ঞা, কল্যাণ এবং ইচ্ছার কথা স্বীকার করো, তবে তোমাদের

[১] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:১৮৬

[২] আবুদল কাদের জিলানী, ফুতুহুল গায়ব : ৮৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওপর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ওয়াজিব। কেননা তিনি তোমাদের জন্যে কল্যাণকর এবং উত্তম বস্তুকে বাছাই করে তার থেকে ফাসাদকে দূর করে দিয়েছেন। যদি এ পরিস্থিতিতেও তোমরা তাঁর ওপর বিলম্বে কবুল হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করো, তবে এ অভিযোগের কারণে তোমরা কাফির। কেননা তোমরা তাঁর প্রতি যুলমের সম্পর্ক করেছে। অথচ তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যুলম করেন না এবং যুলম পছন্দও করেন না। কারো প্রতি তাঁর যুলম করা এ কারণেও অসম্ভব যে, তিনি মালিক। যিনি কোনো জিনিসের মালিক হন, তাঁর নামের সাথে যুলমের প্রয়োগ করা যায় না। কারণ যালেম তাকে বলে যে অনুমতি ছাড়া কারো মালিকানায় হস্তক্ষেপ করে। তাই তোমাদের জন্যে আল্লাহর কাজের মধ্যে অপছন্দের রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে –যেন বাহ্যিক দৃষ্টিতে এবিষয়টি তোমাদের আত্মিক স্বভাব-চাহিদার পরিপন্থী। তা সত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে ধৈর্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং আবশ্যক। তোমাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ, অভিযোগ উত্থাপন এবং আত্ম-অহঙ্কারের ওপর অবিচল থাকা বর্জন করা অপরিহার্য। আর ওই কামনা যা তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে ভ্রষ্ট পথের পথিক করে তার থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ। সর্বদা সত্য ও কোমল হৃদয় এবং কাতর মিনতির সাথে দোয়ায় রত থেকে আপন প্রভুর ব্যাপারে ভালো ধারণার প্রশস্ততা এবং তার ওয়াদার সত্যতার অপেক্ষা করতে থাকবে। আর তাঁর ব্যাপারে লজ্জা ও আত্মসম্ভ্রমবোধসহ তাঁর বিধানের সাথে একাত্মতা পোষণ এবং তাঁর একত্ববাদের হেফাযত করতে থাকবে। হুকুম পালনের ক্ষেত্রে দ্রুত কার্য সম্পাদন করে ফয়সালা ও তাকদীর অবতীর্ণের সময় মৃতের ন্যায় হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহর ওপর অভিযোগ এবং খারাপ ধারণাকে আবশ্যিক বলে কল্পনা কর, তবে তার উস্কানিদাতা তোমার প্রবৃত্তিই। তা আল্লাহর অবাধ্য হওয়া এবং মন্দ কাজের হুকুমদাতা। তাই আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে নিজের প্রবৃত্তির দিকে যুলুমের সম্বন্ধ করা অধিক উপোযোগী। তাই তোমাদের জন্য অপরিহার্য হলো প্রবৃত্তির কামনা, চাহিদা, পছন্দ এবং তার সন্তুষ্টি ও কথা মেনে নেয়া থেকে দূরে থাকবে। কেননা সে আল্লাহ ও তোমার (উভয়ের) শত্রু। আর যে আল্লাহর ও তোমার শত্রু সে অভিশপ্ত শয়তানের বন্ধু, তার গোয়েন্দা ও স্থলাভিষিক্ত। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, ভয় কর, সতর্ক হও, মুক্তি লাভ কর। তোমাদের উচিৎ যুলম ও অপবাদকে নিজের প্রবৃত্তির প্রতি সম্বন্ধ করে আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশকে স্মরণ করা,

﴿مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾

[النساء:١٤٧]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণ : মা ইয়াফ্'আলুল্লাহু বি'আযাবিকুম ইন শাকার্তুম ওয়া আমান্তুম ওয়া কানাল্লাহু শাকিরান আলীমা।

অর্থ : আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কি করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞশীল হয়ে যাও এবং ঈমান আনয়ন কর। আর আল্লাহ (প্রত্যেক হকের) শুকরিয়া জ্ঞাপনকারী এবং (সকল কাজ সম্পর্কে) ভালো করে জ্ঞাত।[১]

তাছাড়া আরও অসংখ্য আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান। তাই তোমাদের উচিৎ নিজের নফসের শত্রুতে পরিণত হয়ে সর্বদা তার সাথে ঝগড়া করতে থাকবে এবং সৈনিক হয়ে তলোয়ার নিয়ে তার সাথে যুদ্ধ করবে। কেননা এটিই আল্লাহর শত্রুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় শত্রু। যেমন– আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-কে বলেছেন,

'হে দাউদ! আত্মার চাহিদাকে বর্জন কর। কারণ আমার সাথে তার চেয়ে বড় ঝগড়াকারী আর কিছু নেই।'[২]

হাদীস শরীফে দোয়া কবুল হওয়ার কতিপয় শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– হারাম পানাহার থেকে বেঁচে থাকা, অলসতা প্রদর্শন না করা, তাড়াহুড়া না করা ইত্যাদি। তাছাড়া কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হাদীসের আলোকে নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. দোয়ায় আন্তরিক নিয়ত

আল্লাহর করুণার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং নিষ্ঠার সাথে দোয়ার হস্ত সম্প্রসারণ করা দোয়া কবুল হওয়ার প্রথম শর্ত। যেভাবে অন্যান্য ইবাদতে ইখলাস ও আন্তরিকতা আবশ্যক; অনুরূপভাবে দোয়া কবুল হওয়াও ইখলাস ও আন্তরিকতার ওপর সীমাবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البيِّنة:٥]

উচ্চারণ : ওয়ামা উমিরু ইল্লা লি'আবুদুল্লাহা মুখলিসীনা লাহুদ দীনা হুনাফাআ ওয়া ইউকিমুস সালাতা ওয়া ইউতুয যাকাতা ওয়া যালিকা দীনুল কাইয়িমা।

অর্থ : তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।[১]

---

[১] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:১৪৭

[২] আবুদল কাদের জিলানী, ফুতুহুল গায়ব : ৮৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দোয়া কবুল হওয়ার জন্য দয়াময় আল্লাহর করুণা ও দয়ার ওপর ঈমান ও ইয়াকীন রাখা আবশ্যক। করুণা ও দয়ার ওপর তার ঈমান ও ইয়াকীন যে পরিমান পরিপক্ব হবে দোয়াও সে পরিমান কবুল হবে। কুরআন মজীদও দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে নিষ্ঠা ও ইখলাস জরুরি বলে স্থির করেছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [غافر:٦٥]

উচ্চারণ : হুয়াল হাইয়ু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ফাদ্'উহু মুখলিসীনা লাহুদ দীন।

অর্থ : তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা তাঁকে ডাক তাঁর খাঁটি ইবাদতের মাধ্যমে।[২]

আসমানী কিতাবসমূহ অধ্যয়নের মাধ্যমে এ রহস্য স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর দয়ার সাগর ওই ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত যে ব্যক্তি তার অনুসন্ধানী ও পিপাসু। আল্লাহ তা'আলা দোয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। শুধু পদ্ধতি নয়; রবং দোয়ার শব্দাবলীও দান করেছেন। যখন পিতা হযরত আদম (আ.)-এর জান্নাতে বিস্মৃতি হয়ে গিয়েছিল, তখন পৃথিবীতে অবতীর্ণের পর অসহায় অবস্থায় তার দৃষ্টি করুণাময় আল্লাহ তা'আলার প্রতি পড়ে। দৃষ্টি পড়তে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এগিয়ে গিয়ে হাত ধরেন। হযরত আদম (আ.) ক্ষমা প্রার্থনার শব্দাবলী শিখে নিতে চান। তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণার সাথে তার প্রতি মনোনিবেশ করেন :

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

[البقرة:٣٧]

উচ্চারণ : ফাতালাক্কা আদামু মির রাব্বীহি কালিমাতিন ফাতাবা আলাইহি ইন্নাহু হুয়াত তাওয়াবুর রাহীম।

অর্থ : অতঃপর আদম স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।[৩]

অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, মনোনিবেশ ছাড়া যে কাজ করা হয় তা কখনো পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে না। ফলে দোয়াতেও মনোনিবেশ এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকা আবশ্যক। নিম্নের হাদীসটি এর জোরালো সমর্থক।

---

[১] আল-কুরআন, আল-বাইয়িনা, ৯৮:৫

[২] আল-কুরআন, আল-গাফির, ৪০:৬৫

[৩] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:৩৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«اُدْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ».

উচ্চারণ : উদ'উল্লাহা ওয়া আনতুম মুকিনূনা বিল-ইজাবাতি ওয়া'লামূ আন্নাল্লাহা লা ইয়াস্‌তাজীবু দোয়ায়াম মিন কালবিন গাফিলিন লাহিন।

অর্থ : আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করো, জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা অলস অন্তরের দোয়া কবুল করেন না।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন,

'আল্লাহ তা'আলা কোনো কপট, ধোঁকাবাজ এবং আন্তরিক নয় এমন ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন না; বরং ওই দোয়া কবুল করেন যা ভিক্ষুকের অন্তর থেকে বের হয়।'[২]

কাজেই বান্দাদের জন্য আবশ্যক যে, মেহেরবান আল্লাহ তা'আলা থেকে কখনো নিরাশ না হওয়া। যখন পূর্ণ আস্থা রেখে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করে দোয়া করা হবে, তখন দোয়া নিশ্চিত কবুল হবে।

ইমাম কুশাইরী (রাহ.) এ প্রসঙ্গে বর্ণনা নকল করেন যে, 'হযরত মুসা (আ.) এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করছেন যে বিনীতভাবে প্রার্থনা করছে। এটি দেখে হযরত মুসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! যদি আপনার এ বান্দার প্রয়োজন আমার কাছে হত, তবে আমি পূর্ণ করে দিতাম। আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ.)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন, হে মুসা! আমি তোমার চেয়েও তার প্রতি মেহেরবান। কিন্তু সে আমাকে ডাকছে আর তার অন্তর নিজের বকরীর দিকে লেগে আছে। আমি এমন কোনো বান্দার দোয়া কবুল করি না, যার অন্তর আমি ছাড়া অন্য কারো দিকে। হযরত মুসা (আ.) এ কথা ওই ব্যক্তিকে বলে দেন। লোকটি খাঁটি অন্তরে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে দোয়া করে। তখন তার দোয়া কবুল হয়।'

[১] ১. তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু জামিয়িদ দাওয়াত আনিন নাবীয়ী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ৫:৪৬৫, ক্রমিক : ৩৪৭৯
২. আহমাদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২:১৭৮, ক্রমিক : ৬৬৫৫

[২] ১. বুখারী, আল-আদবুল মুফরাদ, ২:৬৫
২. ইবনে মুবারক, আয-যুহদ : ৮৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম কুশাইরী (রাহ.)-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে, কোনো ব্যক্তি ইমাম জাফর সাদেক (রাহ.)-কে প্রশ্ন করেন যে, 'কি কারণ যে, আমরা দোয়া করি, কিন্তু আমাদের দোয়া কবুল হয় না!' তিনি বলেন, 'কারণ তোমরা এমন আল্লাহকে ডাক, যিনি তোমাদেরকে চেনেন না।'[১]

২. হালাল রিযিক

দোয়া কবুল হওয়া জন্য হালাল রিযিক শর্ত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى﴾ [طه:٨١]

উচ্চারণ : কুলূ মিন তাইয়িবাতি মা রাযাক্‌নাকুম ওয়া লা তাত্‌গাও ফীহি ফাইয়াহিল্লা আলাইকুম গাদাবী ওয়া মাই ইয়াহ্‌লিল আলাইহি গাদাবী ফাকাদ হাওয়া।

অর্থ : তোমরা আমার দেয়া পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং এতে সীমালঙ্ঘন করো না, তা হলে তোমাদের ওপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে এবং যার ওপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে ধ্বংস হয়ে যায়।[২]

এ প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দকে বলেন,

يَا سَعْدُ! أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ.

উচ্চারণ : ইয়া সা'দ! আতিব মাত্‌'আমাকা তাকুন মুস্‌তাজাবাদ দা'ওয়া।

অর্থ : হে সা'দ! তোমার খাদ্য-দ্রব্য পবিত্র রেখো তোমার দোয়া কবুল হবে।[৩]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এ বিষয়ের বিবরণ রয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের পানাহার পবিত্র ও হালাল না হয়, তার দোয়া কবুল হয় না। বর্তমান যুগে দোয়া কবুল না হওয়ার একটি কারণ হলো হারাম রিযিক ভক্ষণ। হারাম খেয়ে رَبَّنَا (রাব্বানা – হে প্রভু!) বলে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনার হস্ত সম্প্রসারিত করা শিষ্টচার পরিপন্থী, রবং তা অসৎ স্বভাবের পরিচায়ক। আমাদের সলফে সালেহীন হালাল ভক্ষণের ব্যাপারে অধিক খেয়াল রাখতেন। এ কারণে তাদের দোয়া কবুল হতো।

[১] কুশাইরী, আর-রিসালুতল কুশাইরিয়া : ২৬৭
[২] আল-কুরআন, তাহা, ২০:৮১
[৩] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০:২৯১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র এবং পবিত্রতা ছাড়া তিনি কোনো কিছু গ্রহণ করেন না। 'আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সেই হুকুমই দিয়েছেন যা রাসুলদেরকে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, হে রাসুলগণ! পবিত্র জিনিস ভক্ষণ কর এবং নেক কাজ কর। আমি তোমাদের কার্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি ইরশাদ করেছেন, হে মুসলমানগণ! আমার প্রদত্ত জিনিসসমূহের মধ্যে পবিত্র জিনিস ভক্ষণ কর। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যিনি দীর্ঘ সফর করেন, তার চুল ধূলামিশ্রিত। সে আকাশের দিকে হাত উঠায়ে বলে, হে প্রভু! হে প্রভু! যদি তার পানাহার হারাম হয়, তার পোশাক হারাম হয়, তার আহার হারাম হয় তবে তার দোয়া কোথায় কবুল হবে?'[১]

ইমাম গাজ্জালী (রাহ.) (৪৫০-৫০৫ হি.) বর্ণনা করেন যে, ইমাম মালেক ইবনে দিনার (রাহ.) বলেন, 'একদিন বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লোকেরা কয়েকবার সালাতে ইস্তেসকা বা বৃষ্টির জন্য নামায পড়েছে কিন্তু দোয়া কবুল হয় না। তাদের নবরি প্রতি অহী অবর্তীণ হয় যে, তাদের বলে দাও, তোমরা তো দোয়ার জন্যে বের হও, কিন্তু তোমাদের শরীর নাপাক, উদর হারামে পরিপূর্ণ, হাত অন্যায় রক্তে রঞ্জিত। যখন এ অবস্থায় তোমরা বের হও তখন আমার ক্রোধ তোমাদের ওপর আরও বৃদ্ধি পায়। তাই আমার সামনে থেকে দূরে থাক।'[২]

৩. গুনাহ থেকে তাওবা করা

অধিকাংশ দোয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ হলো হৃদয়ের অলসতা এবং পাপের অমানিশা। তাই দোয়া করার পূর্বে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাওয়া, নিজের পাপের কথা স্বীকার করা এবং ভবিষ্যতে পাপ করবে না বলে অঙ্গীকার করা দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে আবশ্যকীয় শর্ত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة:١٠٢]

[১] ১. মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুয যাকাত, বাবু কবুলিস সাদকা মিনাল কাসাবিত তাইয়িব ওয়া তারবিয়াতিহা, ২:৭০৩, ক্রমিক : ১০১৫
২. তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন, বাবু ওয়া মিন সুরাতিল বাকারা, ৫:৯৫, ক্রমিক : ২৯৮৯

[২] গাজ্জালী, কিমিয়ায়ে সা'আদাত, ১৯৭

www.AmarIslam.com

উচ্চারণ : ওয়া আখারূনা'তারাফূ বিযুনূবিহিম খালাতূ আমালান সালিহান ওয়া আখারা সাইয়িয়ান। আসাল্লাহু আইয়াতূবা আলাইহিম ইন্নাল্লাহা গাফূরুর রাহীম।

অর্থ : আর কোনো কোনো লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।[১]

ইমাম গাজ্জালী (রাহ.) হযরত কা'ব ইবনে আহবার (রা.) থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনা নকল করেন, 'হযরত মুসা (আ.)-এর যুগে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হযরত মুসা (আ.) বনী ইসরাইলকে নিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বাহিরে যান, কিন্তু বৃষ্টি হলো না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি অহী প্রেরণ করেন যে, আমি তোমার এবং তোমার সাথীদের দোয়া কবুল করব না। কেননা তোমাদের মধ্যে একজন চোগলখোর রয়েছে। হযরত মুসা (আ.) আরয করেন, হে আল্লাহ! আমাকে তার সম্পর্কে বলে দিন, যাতে আমি তাকে বের করে দিতে পারি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি চোগলখোরী করতে নিষেধ করি, নিজেও এ কাজ কিভাবে কর? অতঃপর হযরত মুসা (আ.) লোকদের মনোনিবেশ এদিকে করেন যে, তারা যেন চোগলখোরী থেকে তাওবা করে। যখন সকলই তাওবা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

সারকথা এই যে, দোয়া ওই সময় কবুল হয়, যখন সে সমস্ত শর্ত সন্নিবেশিত করে দোয়া করা হয় এবং বান্দার হকে তার গ্রহণযোগ্যতা উত্তম হয়। কেননা যদি সে আহ্বায়কের হকে উপকারের কারণ না হয়, তাহলে সকল শর্ত পূর্ণ করা সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা পাবে না।

দোয়ার নিয়মাবলী

দোয়ার অনেকগুলো নিয়ম রয়েছে। যেগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা প্রত্যেক প্রার্থনাকারী এবং দোয়াকারীর আবশ্যকীয় বিষয়। ইমাম গাজ্জালী (রাহ.) দোয়ার নিয়মাবলীকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দুইভাগে ভাগ করেছেন। অপ্রকাশ্য নিয়মাবলীর মধ্যে তাওবা, উপস্থিত হৃদয়, আল্লাহর ওপর ভরসা এবং নিরাশ হওয়া থেকে দূরে থাকা এর অর্ন্তভুক্ত। প্রকাশ্য নিয়মাবলীর মধ্যে নামায, রোযা, সদকা, দান, পবিত্রতা, কিবলামুখী হওয়া, সুগন্ধী ব্যবহার করা, নরম স্বর, হাত ওঠানো, দোয়ার পরে হাত চেহারায় মাসেহ, হামদ-সানা এবং দরুদ ও সালামকে অগ্রে স্থান দেয়া আবশ্যকীয়ভাবে কাম্য।[২]

[১] আল-কুরআন, আত-তাওবা, ৯:১০২

[২] গাজ্জালী, ইয়াহইয়া উলুমুদ্দীন, ১:৩৫৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উল্লিখিত নিয়মাবলীর মধ্যে থেকে কতিপয় নিয়মাবলীর বিস্তারিত নিম্নে বিবৃত হলো :

১. কিবলামুখী হয়ে দোয়া করা

কিবলা মর্যাদাপূর্ণ দিক। প্রত্যেক নামাযে কিবলার দিকে মুখ করা শর্ত। অনুরূপভাবে দোয়ার মধ্যেও কিবলামুখী হওয়া দোয়ার নিময়াবলীর মধ্যে একটি নিয়ম। এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত থেকে সাব্যস্ত। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'বদর যুদ্ধের দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের প্রতি তাকালেন। তারা ছিল এক হাজার। আর তাঁর সাথে আছেন ৩১৩ জন সাহাবী। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলার দিকে মুখ করে এবং হাত উঠিয়ে উচ্চ আওয়াজে আপন প্রভুর কাছে এ দোয়া করেন,

«اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ».

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আনজিয লী মা ওয়াদ্তানী, আল্লাহুম্ম আতি মা ওয়াদ্তানী, আল্লাহুম্মা ইন তুহলিক হাযিহিল ইসাবাত মিন আহলিল ইসলামি লা তু'বাদ ফীল আর্দ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন, তা পূর্ণ করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে যে জিনিসের অঙ্গীকার করেছেন, তা প্রদান করুন। হে আল্লাহ! মুসলমানদের এ দল যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে তোমার ইবাদত করা হবে না।[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত প্রসারিত করে উচ্চ আওয়াজে ধারাবাহিক দোয়া করতে থাকেন, এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যায়।

২. উভয় হাত উঠিয়ে দোয়া করা

উভয় হাত উঠিয়ে তালু মুখের দিকে রখে দোয়া করা, আল্লাহ তা'আলার পাক দরবারে নম্রতা ও নিকৃষ্টতা প্রকাশ করা। এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন,

[১] মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবুল ইমদাদ বিল-মালাঈকা ফী গাযওয়াতি বাদর ওয়া ইবাহাতিল গানাইম, ৩:১৩৮৩-৮৪, ক্রমিক : ১৭৬৩

«دَعَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ».

উচ্চারণ : দা'আন নাবিউ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুম্মা রাফা'আ ইয়াদাইহি হাত্তা রাআইতু বায়াদা ইবতাইহি।

অর্থ : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দোয়ার জন্যে) হাত উত্তোলন করেছেন, এমনকি আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বগল মুবারকের শুভ্রতা দেখিছি।[১]

৩. বিনয় ও নম্রতার সাথে দোয়া করা

নিজের ওপর ভয়-ভীতি অবস্থা প্রকাশ করে, বিনয় ও নম্রতার সাথে মিনতি করে দোয়া-প্রার্থনা করার দ্বারা অন্তরের বোঝা হালকা হয়ে যায়। চিন্তা ও হতাশার মেঘ যা অন্তরে ও মস্তিস্কে ছায়া হয় তা অশ্রু হয়ে বর্ষণ করে এবং দুঃখ-বেদনার তিক্ততা কমে যায়। ক্রন্দন, বিনয় ও উৎর্সগে ভয় ও আশার প্রেরণা নিজের পূর্ণ কঠোরতার সাথে কার্য সম্পাদিত হয়। এ ভয় নিজের পাপসমূহ এবং আল্লাহ তা'আলা আদালতে উপস্থিতির অনুভূতির ফল হয়ে থাকে। আর এই ক্ষমা অর্জনের স্পৃহার কারণে মানুষ আল্লাহর দয়ার সর্বাধিক আশাবাদী হয়।

আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে উভয় পদ্ধতিতে দোয়া করার হুকুম প্রদান করেছেন,

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف:٥٥]

উচ্চারণ : উদয়ূ রাব্বাকুম তাদার্রুয়ান ওয়া খুফ্য়াতান।

অর্থ : তোমরা নিজেদের প্রভুকে ডাক কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে।[২]

হযরত আবু দাকাক (রাহ.) বলেন, 'যখন পাপী ক্রন্দন করে, তখন একথা মনে করবে যে, সে আল্লাহ তা'আলাকে নিজের পত্র পৌঁছিয়ে দিয়েছে, তার অশ্রু তার হৃদয়ের দোভাষীর কাজ করছে এবং তার হৃদয়ের রহস্যকে প্রকাশ করে দিচ্ছে।'[৩]

৪. দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া ও অধৈর্যতা প্রদর্শন না করা

দোয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো দোয়া সর্বদা চালু রাখা। বিলম্বে কবুল হওয়ার কারণে নিরাশ হওয়া যাবে না। কেননা প্রার্থনাকরীর জানা নেই যে, দ্রুত দোয়া কবুল না হওয়ার পেছনে কি কল্যাণ রয়েছে? অথবা এর দ্বারা অন্য কোনো বিপদ দূর করা হয়েছে? অথবা পরকালে তার জন্য পুণ্যের গুদাম তৈরি করা হয়েছে? তাই মানুষের উচিৎ সর্ব বিষয়কে আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ করা

[১] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু রাফগিদ আইদী ফীদ দোয়া, ৫:২৩৩৫, ক্রমিক : ৫৯৮১
[২] আল-কুরআন, আল-'আরাফ, ৭:৫৫
[৩] কুশাইরী, আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়া : ২৭০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এবং দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করা। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي».

উচ্চারণ : ইউস্‌তাজাবু লিআহাদিকুম মা লাম ইয়া'জাল, ইয়াকূলু দা'ওয়াতু ফালাম ইউস্‌তাজাব লী।

অর্থ : তোমাদের কারো দোয়া তখনই কবুল হয়, যখন সে তাড়াহুড়া করে না এবং একথা বলে না, আমি দোয়া করেছি। কিন্তু আমার দোয়া কবুল হয়নি।[১]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ اللهَ لَيُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ».

উচ্চারণ : ইন্নাল্লাহা লা-ইউহিব্বুল মুলিহ্‌হীনা ফীদ দোয়া।

অর্থ : অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা দোয়াতে পুনরাবৃত্তির সাথে প্রার্থনাকারীকে পছন্দ করেন।[২]

আল্লাহ তা'আলা নিজের কোনো প্রিয় বান্দার ক্রন্দন ও ডাক বার বার শ্রবণ করা পছন্দ করেন। ইমাম কুশাইরী (রাহ.) থেকে একটি বর্ণনায় রয়েছে যে হযরত ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান (রাহ.) স্বপ্নে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেন। অতঃপর তিনি আরয করেন, হে আল্লাহ! আমি কখন থেকে আপনাকে ডাকছি। আপনি আমার ডাক শুনছেন? প্রত্যুত্তরে বলা হয়, হে ইয়াহয়া! তা এ জন্যে যে আমার কাছে তোমার আওয়াজ পছন্দনীয়।[৩]

৫. দোয়ার শুরু ও শেষে দরূদ শরীপ পড়া

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা স্বয়ং একটি দোয়া। যদি তা দোয়ার প্রারম্ভে পড়া হয়, তা দোয়ার কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে চাবির কাজ করে। অসংখ্য হাদীস শরীফে দোয়ার পূর্বে দরূদ শরীফ পড়ার প্রতি অনুপ্রেরণা দান করা হয়েছে। হযরত ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা.) বর্ণনা করেন

[১] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু ইউসতাজাবু লিল'আবদি মা লাম ইয়াজ'আল, ৫:২৩৩৫, ক্রমিক : ৫৯৮১
২. মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া ওয়াত তাওবা ওয়াল ইসতিগফার, বাবু আন্নাহু ইউসতাজাবু লিদ দায়ী মা লাম ইয়া'জাল ফায়াকূলু : দাওয়াতু ফালাম ইউসতাজাব লী, ৪:২০৯৫, ক্রমিক : ২৭৩৫

[২] বায়হাকী, শা'আবুল ঈমান, ২:৩৮, ক্রমিক : ১১০৮

[৩] কুশাইরী, আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়া : ২২৫-২৬

যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযের পরে দোয়া করতে শুনেছেন, যখন সে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেনি এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ প্রেরণ করেনি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে তাড়াহুড়া করেছে, তারপর তাকে ডেকে তাকে অথবা অন্যকে কাউকে বলেছেন,

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ».

উচ্চারণ : ইযা সাল্লা আহাদুকুম ফাল-ইয়াব্‌দা বিতাম্‌জীদি রাবিবহি জাল্লা ওয়া আয্‌যা ওয়াস সানায়ি আলাইহি সুম্মা ইউসাল্লী আলান নাবীয়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুম্মা ইয়াদ্‌উ বা'দু বি শাআ।

অর্থ : যখন তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামায পড়ে, তবে স্বীয় রবের প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন দ্বারা শুরু করবে। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করবে, তারপর যা ইচ্ছা দোয়া করবে।[১]

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন,

«إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ».

উচ্চারণ : ইন্নাদ দোয়ায়া মাওকূফুন বাইনাস সামায়ি ওয়াল আর্‌দি লা ইয়াস্‌'আদু মিনহু শাইউন হাত্তা তুসাল্লীয়া আলান নাবীয়িকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অর্থ : দোয়া আসমান-জমিনের মাঝে ঝুলে থাকে, উপরে ওঠেনা অর্থাৎ কবুল হয় না। যতক্ষণ না তুমি তোমার সম্মানিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ প্রেরণ না করো।[২]

৬. দোয়া হামদ ও সানা দ্বারা আরম্ভ করা

আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মর্যাদার চাহিদা হলো দোয়া করার পূর্বে তার প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করা। কুরআন মজীদে অসংখ্য এমন দোয়া রয়েছে যাতে

[১] আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, বাবুদ দোয়া, ১:৫৫০, ক্রমিক : ১৪৮১

[২] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুল বিতর, বাবু মা জা ফী ফাযলিস সালাতি আলান নাবীয়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ১:৪৯৬, ক্রমিক : ৪৮৬

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران:١٩١]

উচ্চারণ : রাব্বানা মা খালাক্তা বাতিলা। সুবহানাকা ফাকিনা আযাবান নার।

অর্থ : হে আমাদের পরওয়ারদিগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।[১]

এভাবে সুরা ফাতেহার প্রথম আয়াতও প্রশংসামূলক। অনেক হাদীস শরীফে দোয়ার পূর্বে প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনের উৎসাহ দেয়া হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও দোয়ার পূর্বে প্রশংসামূলক শব্দ বলতেন। হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কখনো শুনিনি যে, দোয়া শুরু করেছেন অথচ এ শব্দাবলী বলেননি :

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الأَعْلَى الْوَهَّابِ».

উচ্চারণ : সুবহানা রাব্বিয়াল আলীয়াল আ'লাল ওয়াহ্হাব।

অর্থ : আমার প্রভু উচ্চ, মহান এবং দাতার পবিত্রতা।[২]

৭. দোয়ার শব্দাবলী তিনবার বলা

দোয়াকে যদি দু'বার অথবা তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়, তবে এর দ্বারা আহাজারি প্রকাশ পায়। তিনবারের বেশি পুনরাবৃত্তি করাও বৈধ। কিন্তু উত্তম হলো তিনবার। হযরত অবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে,

«إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلاَثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلاَثًا».

উচ্চারণ : ইন্না রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা ইউ'জিবুহু আই ইয়াদ-উয়া সালাসান ওয়া ইয়াস্তাগ্ফিরা সালাসান।

অর্থ : নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার দোয়া এবং তিনবার ইসতিগফার করা পছন্দ করেন।[৩]

---

[১] আল-কুরআন, আলে ইমরান, ৩:১৯১

[২] ১. হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ১:৬৭৬, ক্রমিক : ১৮৩৫
২. তিবরানী, আল-মু'জামুল কবীর, ৭:২০, ক্রমিক : ৬২৫৩

[৩] আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, বাবু ফীল ইসতিগফার, ১:৪৬৪, ক্রমিক : ১৫২৪

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়াসমূহ পাঠ করার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় যে, তিনি পুনরুক্তি, দীর্ঘ এবং পূর্ণ স্পষ্ট শব্দে দোয়া করতেন। যদি একথা বলা হয় যে, প্রভু! আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিন, তবে অবশ্যই তা সংক্ষিপ্ত দোয়া। তবে দোয়ার মধ্যে বন্দেগী, বিনয়, আহাজারীর সাথে দীর্ঘ না হওয়া চাই। যে পরিমান নম্রতা এবং আহাজারীর প্রকাশ করা হয় আল্লাহ তা'আলা সে পরিমানই খুশি হন।

৮. দোয়ার পরে মুখের ওপর হাত মাসেহ করা

দোয়া করার পর মুখের ওপর হাত মাসেহ করা হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। রাসুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ».

উচ্চারণ : কানা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযা রাফা'আ ইয়াদাইহি ফীদ দোয়ায়ি লাম ইয়াহুত্তাহুমা হাত্তা ইয়াম্সাহা বিহিমা ওয়াজহাহু।

অর্থ : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোয়ার জন্য হাত উঠাতেন, তখন স্বীয় চেহারা মুবারক হাত দ্বারা মাসেহ করা ব্যতীত নামাতেন না।[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ وَلاَ تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ».

উচ্চারণ : ইযা দা'আওতুল্লাহা ফাদ্'উ বিবুতূনি কাফ্ফাইকা ওয়া লা তাদ্'উ বিযুহূরিহিমা ফা-ইযা ফারাগ্তা ফাম্সাহ্ বিহিমা ওয়াজ্হাকা।

অর্থ : যখন তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করো, তখন তোমার হাতের তালু দ্বারা দোয়া করবে, হস্তদ্বয়ের পিঠ দ্বারা নয়। আর যখন দোয়া থেকে অবসর গ্রহণ করবে, তখন হস্তদ্বয় দ্বারা তোমার চেহারায় মাসেহ করবে।[১]

---

[১] ১. তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু মা জাআ ফী রাফয়িল আয়দী ইনদাদ দোয়ায়ি, ৫:৩৯৫, ক্রমিক : ৩৩৮৬
২. হাকিম, আল-মুসতাদরিক, ১:৭১৯, ক্রমিক : ১৯৬৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৯. নেক কাজের কথা স্মরণ করা

দোয়া করার সময় নিজের অতীতের নেক কাজের কথা স্মরণ করা এবং একে ওসিলা করে প্রার্থনা করা নিশ্চিত দোয়া কবুল হওয়ার যিম্মাদার। তার প্রমাণ নিম্নের হাদীস শরীফ দ্বারা লাভ করা যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

'একদিন তিন ব্যক্তি এক জায়গায় গিয়েছেন, তখন হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেছে। তারা গুহায় একটি গর্তে আশ্রয় নেন। এমতাবস্থায় গর্তের মুখে একটি বিরাট পাথর এসে পড়ে। ফলে তারা গুহায় আটকা পড়ে। অতঃপর তারা পরস্পরকে বললেন, তোমরা আল্লাহর জন্যে অতীতে যে নেক আমল করেছ, তা স্মরণ করো এবং এসব আমলের ওসিলায় আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া কর। আশা করা যায় আল্লাহ তোমাদের থেকে এ বিপদ দূর করে দেবেন। অতঃপর তাদের মধ্যে একজন এ দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আমার বয়স্ক পিতা-মাতা রয়েছে, আমার স্ত্রী এবং ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে রয়েছে। আমি বকরী চরাই। যখন আমি বকরী চরিয়ে ফিরে এসে দুধ দোহন করি। আমার বাচ্চাদের পূর্বে আমার পিতা-মাতাকে দুধ পান করাই। একদিন আমি অনেক দূরে চলে যাই। ফিরে আসতে রাত হয়ে যায়। তখন আমার পিতা-মাতা শুয়ে পড়েন। আমি নিয়মানুযায়ী দুধ দোহন করে একটি পাত্রে ঢেলে পিতা-মাতার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকি। আমি তাদেরকে জাগানো ভালো মনে করিনি। আবার তাদের পূর্বে সন্তানদেরকে দুধ পান করানোও অপছন্দ করি। অথচ বাচ্চাগণ পায়ের সামনে চিৎকার করছে। ফজর পর্যন্ত আমার ও আমার পিতা-মাতার মাঝে এ অবস্থা চলে। হে আল্লাহ! অবশ্যই আপনার জানা আছে যে, আমি এ কাজ কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্য করেছি। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য গুহার রাস্তা উন্মুক্ত করে দিন। এ দোয়ার পর সে গুহা থেকে আকাশ দেখতে পেল। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি দোয়া করল। হে আল্লাহ! আমার একজন চাচাতো বোন ছিল। যাকে আমি ভালোবাসতাম। যেভাবে নারী-পুরুষ একে অন্যকে ভালোবাসে। আমি তাকে সঙ্গমের প্রস্তাব দেই, কিন্তু সে অস্বীকার করে এবং বলে প্রথমে একশত দিনার দাও। আমি কষ্ট করে একশত দিনার সংগ্রহ করি। অতঃপর এ দিনার দিয়ে তার কাছে যাই। যখন আমি অপকর্ম করার জন্য বসেছি, তখন সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় করো। অবৈধ পন্থায় মহর ভঙ্গ করো না। তখন আমি তাকে ছেড়ে দেই। হে আল্লাহ! আপনি নিশ্চিত জানেন যে, আমি এ কাজে আপনার সন্তুষ্টির জন্যেই করেছি।

[১] ইবনে মাজা, আস-সুনান, কিতাবুদ দোয়া, বাবু রাফয়িল ইয়াদায়ন ফীদ দোয়া, ৪:৩২২, ক্রমিক : ৩৮৬৬

সুতরাং আমাদের জন্য গুহার রাস্তা খুলে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা গুহার রাস্তা আরও একটি খুলে দেন। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি এক ব্যক্তিকে এক ফুরক (আট কিলোগ্রাম পরিমান) চাউলের বিনিময়ে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করি। তখন সে নিজের কাজ পূর্ণ করে তখন সে আমাকে বলে, আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি তার নির্ধারিত প্রাপ্য প্রদান করি। কিন্তু সে নিতে অস্বীকার করে। আমি এ চাউল দ্বারা চাষাবাদ করি। এমনকি এ চাউল দ্বারা গরু এবং রাখাল সংগ্রহ করি। তারপর একদিন সে ব্যক্তি আমার নিকট আসে এবং বলতে থাকে, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার হক আত্মসাৎ করো না। আমি বলি এ গরু ও রাখাল নিয়ে যাও এবং নিজের হক নিয়ে নাও। সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর। আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বলি, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, এ গরু এবং রাখাল নিয়ে নাও। সে তা নিয়ে চলে যায়। আপনার নিশ্চিত জানা আছে যে, আমি এ কাজ কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্যে করেছি। আপনি গুহার অবশিষ্ট মুখ খুলে দিন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা গুহার অবশিষ্ট মুখও খুলে দেন।[১]

দোয়া কবুল হওয়ার মুখ্য সময়

আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো সময়কে কবুল হওয়ার দিক দিয়ে অন্য সময়ের ওপর মর্যাদা দান করেছেন। যদি এ সময়ের মধ্যে দোয়া করা হয়, তবে দোয়া কবুল হওয়ার অধিক আশা করা যায়। কতিপয় উত্তম সময় নিম্নরূপ :

১. সেহরীর সময়

দোয়ার জন্য সাধারণতঃ রাত বিশেষ করে সেহরীর সময় হলো মর্যাদাপূর্ণ সময়। সেহারীর সময় দোয়া এবং ইস্তিগফার করা আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দাদের গুণ। কুরআন মজীদ এসব বান্দার আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছে,

﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران:١٧]

উচ্চারণ : ওয়াল মুস্‌তাগ্‌ফিরীনা বিল আসহার।

অর্থ : আর এসব লোক রাতের শেষ প্রহরে উঠে।[২]

অপর এক জায়গায় ইরশাদ হয়েছে,

[১] মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, বাবু কিসসাতি আসহাবিল গারিস সালাসা ওয়াত তাওয়াসসুল বিসালিহিল আ'মাল, ৪:২০৯৯, ক্রমিক :২৭৪৩

[২] আল-কুরআন, আলে ইমরান, ৩:১৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: ١٧]

উচ্চারণ : কানূ কালিলাম মিনাল লাইলি মা ইয়াহ্জা'উন।
অর্থ : তারা রাত্রে খুব কম সময়ই নিদ্রা যায়।[১]

২. আরাফার দিন

দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে আরাফার দিন খুবই গুরুত্ব বহন করে। এ দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের বিশেষ নেয়ামত দান করে ধন্য করেন। তাদের দোয়া কবুল করেন। হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রাহ.) তাঁর পিতার মধ্যস্থতায় তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ».

উচ্চারণ : খাইরুদ দোয়ায়ি দোয়াউ ইয়াওমি আরাফা।
অর্থ : উত্তম দোয়া হলো আরাফার দিনের দোয়া।[২]

আরাফার দিনের দোয়া কবুল হওয়া শুধু আরাফার ময়দানের সাথে খাস নয়। যেখানেই থাকুন এ দিন দোয়া করা আবশ্যক। আরাফার ময়দানে দোয়া করার দ্বারা স্থান ও কাল উভয় দিক দিয়ে মর্যাদা অর্জিত হয়।

৩. রমযান মাস

আল্লাহ তা'আলা কোনো মাসকে কোনো কোনো মাসের ওপর মর্যাদা দান করেছেন। এর মধ্যে একটি রমযান মাস। এ মাসে রহমত ও দানের বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং দোয়া কবুল হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত মুত্তাফিকুন আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত) হাদীসে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ».

উচ্চারণ : ইযা দাখালা রামযানু ফুত্তিহাত আবওয়াবুল জান্নাহ, ওয়া গুল্লিকাত আবওয়াবু জাহান্নাম, ওয়া সুলসিলাতিশ শায়াতীন।

[১] আল-কুরআন, আয-যারিয়াত, ৫১:১৭
[২] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু ফাযলি লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাহ বিল্লাহ, ৫:৫৪১, ক্রমিক : ৩৫৮৫

অর্থ : যখন রমযান মাস শুরু হয়, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়।[১]

এক বর্ণনা রয়েছে যে, আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، وَابْتَهَلَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَشْفَقَ مِنْهُ».

উচ্চারণ : কানা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযা দাখালা রামযানু তাগাইয়ারা লাওনুহু ওয়া কাসুরাত সালাতুহু ওয়াব তাহালা ফীদ দোয়ায়ি ওয়া আশফাকা মিনহু।
অর্থ : যখন রমযান মাস শুরু হতো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রং মুবারক পরিবর্তন হয়ে যেত এবং তিনি বেশি বেশি নামায পড়তেন। আর বিনয় ও আহাজারির সাথে দোয়া করতেন এবং এ মাসে খুবই সর্তক থাকতেন।[২]

রমযান মাসের শেষ দশ রাত দোয়া কবুল হওয়ার অতি উপযোগী।

৪. জুমার দিন

জুমার দিন দোয়ার কবুল হওয়ার এমন একটি সময় আসে, যে সময় দোয়া করলে নিশ্চিত দোয়া কবুল হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন,

'এ দিন এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যা মসজিদে গিয়ে মুসলমান নামাযের প্রাক্কালে অর্জন করলে এবং তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো কিছু চাইলে তা পায়।'[৩]

৫. সিজদার অবস্থা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের বিনয় ও নম্রতাকে পছন্দ করেন। সিজদা হলো বিনয় ও নম্রতার প্রকাশকারী। এ পদ্ধতিতে যখন বান্দা মনিবের নিকট প্রার্থনা করে, তখন তার অঞ্জলির উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে দেয়া হয়।

[১] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবু বদয়িল খালক, বাবু সিফাতি ইবলীস ওয়া জুনুদিহি, ৩:১১৯৪, ক্রমিক : ৩১০৩
২. মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুস সিয়াম, বাবু ফযলি শাহরি রমযান, ২:৭৫৮, ক্রমিক : ১০৭৯
[২] বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৩:৩১০, ক্রমিক : ৩৬২৫
[৩] মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল জুমু'আ, আবু ফিস সা'আতিল লাতি ফী য়াওমিল জুমু'আ, ২:৫৮৩-৮৪, ক্রমিক : ৮৫২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

উচ্চারণ : আকরাবু মা ইয়াকূনুল আবদু মির রাব্বিহি ওয়া হুয়া সাজিদুন ফাকসিরু দোয়ায়া।

অর্থ : বান্দা সিজদার সময় তার রবের অতি নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তোমরায় সিজদায় বেশি বেশি দোয়া কর।[১]

৬. আযান ও ইকামতের মাঝখানে

আযান ও ইকামতের মধ্যকার সময়টি আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই প্রিয়। এ সময় বান্দা জামায়াতের অপেক্ষায় বসে থেকে স্বীয় প্রভুকে স্মরণ করে। তার সকল মনোযোগ আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিবদ্ধ হয়ে যায়। তাই এ অবস্থায় কারো দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। অবশ্যই আল্লাহ কবুল করেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ».

উচ্চারণ : আদ দোয়া লা ইউরাদ্দু বাইনাল আযানি ওয়াল ইকামা।

অর্থ : আযান ও ইকামতের মাঝখানে দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হবে না।[২]

এ সময় দোয়া কবুল হওয়ার কারণ এই যে, আযানের সময় শয়তান দূরে পলায়ন করে। আর মানুষের অন্তর স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়। তাই এ সময় দোয়া কবুল হওয়ার যথেষ্ট আশা করা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ওফাতের সময়) হুজরায় পর্দা উঠান। তখন সাহাবায়ে কিরাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ওপর ইকতিদা করে সফ বেধে দাঁড়ান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে সাহাবীরা! নুবুওয়াতের সুসংবাদের মধ্য হতে শুধু সুস্বপ্ন অবিশিষ্ট রয়েছে, যা এক মুসলমান স্বয়ং দেখেছে অথবা তার পক্ষে অন্য কেউ দেখেছে।

[১] ১. মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুস সালাহ, বাবু মা য়ুকলু ফীর রুকু ওয়াস সুজুদ, ১:৩৫০, ক্রমিক : ৪৮২
২. আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাহ, বাবু মা য়ুকলু ফীর রুকু ওয়াস সুজুদ, ১:৩৩২-৩৩, ক্রমিক : ৮৭৫

[২] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুস সালাহ, বাবু মা জাআ ফী আন্নাদ দোয়ায়া লা ইউরাদ্দু বাইনাল আযানি ওয়াল ইকামা, ১:২৫৩, ক্রমিক : ২১২

স্মরণ রাখ! আমাকে রুকু-সিজদা অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّـيَ الْعَظِـيمِ পড়, আর সিজদায় পূর্ণ প্রচেষ্টার সাথে দোয়া কর। আশা করা যায় যে, তোমাদের দোয়া কবুল হবে।[১]

৭. ফরয নামাযের পর

ফরয নামাযসমূহের পরে দোয়া কবুল হওয়ার কথা হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খেদমতে আরয করা হয়েছে যে, (হে আল্লাহর রাসুল!) কোন দোয়া বেশি কবুল করা হয়? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যুত্তরে বলেন, রাতের শেষ ভাগের দোয়া এবং ফরয নামাযের পর (কৃত দোয়া দ্রুত কবুল হয়)।[২]

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী প্রত্যেক নামাযের পর এ দোয়া পড়তেন :

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুল্‌কু, ওয়া লাহুল হাম্‌দু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানি'আ লিমা আ'তায়তা, ওয়া লা মু'তিয়া লিমা মানা'তা, ওয়া লা ইয়ানফা'উ যাল-জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর জন্যই রাজত্ব। তাঁর জন্য সকল প্রশংসা। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! যাকে আপনি বঞ্চিত করেন, তাকে দেয়ার মতো কেউ নেই। কোনো ধনীর সম্পদ আপনার মুকাবেলায় উপকার দান করে না।[৩]

[১] মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুস সালাহ, বাবুন নাহী আন কিরাতিল কুরআন ফীর রুকু ওয়াস সুজুদ, ১:৩৪৮, ক্রমিক : ৪৭৯

[২] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু মা জাআ ফী আকদিত তাসবীহ বিল ইয়াদ, ৫:৪৭৯, ক্রমিক : ৩৪৯৯

[৩] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবু সিফাতিস সালাহ, বাবুয যিকরি বা'দাস সালাহ, ১:২৮৯, ক্রমিক : ৮০৮
২. মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল মাসাজিদ ও মাওয়াযিয়িস সালাহ, বাবু ইসতিহবাবিয যিকরি বা'দাস সালাহ ও বায়ানি সিফাতি, ১:৪১৪-১৫, ক্রমিক : ৫৯৩

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আমর ইবনে মায়মুন আওদী (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা.) নিজের সন্তানদেরকে এ দোয়া এভাবে শিক্ষা দেন যেভাবে ছেলেমেয়েরা শিক্ষা করে। তারপর বলেন, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর এসব বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় কামনা করতেন।

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল জুবনি, ওয়া আ'উযুবিকা আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল 'উমুরি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিতনাতিদ দুন্‌য়া, ওয়া আ'উযুবিকা মিন 'আযাবিল বাকরি, ফা-হাদ্দাস্‌তু বিহি মুস্‌'আবান ফা-সাদ্দাকাহু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি ভয়-ভীতি হওয়া থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি। লাঞ্ছনার জিন্দেগীর দিকে ফিরে যাওয়া থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি। দুনিয়ার ফিতনা থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি এবং কবরের আযাব থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি। (হয়ত আমর ইবনে মায়মুন (রা.) বলেন,) যখন আমি এ হাদীসটি হযরত মাস'আব (ইবনে সা'দ) (রা.)-এর সামনে বর্ণনা করি, তিনি তখন একে সত্যায়ন করেন।[১]

ফরয নামাযের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা

আল্লাহ তা'আলার সামনে হাত উঠিয়ে দোয়া করা বিনয়, নম্রতা, প্রত্যাশা এবং কামনার প্রকাশ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ফরয নামাযের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন।

১. হযরত আবু উমামী বাহেলী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করা হয়েছে,

[১] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবু মা ইয়াতা'আওয়াযু মিনাল জুবনি, ৩:১০৩৮-০৯, ক্রমিক : ২৬৬৭
২. তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু ফী দোয়ায়িন নাবীয়ি ও তা'আওয়ুযিহি ফী দুবুরি কুল্লি সালাহ, ৫:৫২৮, ক্রমিক : ৩৫৬৭

أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟

উচ্চারণ : আইয়ুদ দোয়ায়ি আসমা'উ।
অর্থ : কোন সময়ের দোয়া শ্রবণ করা হয়?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ».

উচ্চারণ : জাওফুল লাইলিল আখিরু ওয়া দুবুরাস সালাওয়াতিল মাকতুবাতি।
অর্থ : রাত্রের শেষাংশের (দোয়া) এবং ফযর নামাযসমূহের পরের (দোয়া কবুল হয়)।[১]

২. আসওয়াদ আমেরী স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে,

«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ سَلَّمَ انْحَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا».

উচ্চারণ : সাল্লাইতু মা'আ রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-ফাজ্‌রা, সাল্লামা, ইন্‌হারাফা ওয়া রাফা'আ ইয়াদাইহি ওয়া দা'আ।
অর্থ : আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায আদায় করেছি। যখন তিনি সালাম ফিরান তখন এক দিকে ফিরেন এবং উভয় হাত মুবারক উঠিয়ে দোয়া করেন।[২]

৩. হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

«دَعَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ».

উচ্চারণ : দা'আন নাবিউ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুম্মা রাফা'আ ওয়া রাইতু বায়াদা ইবতাইহি।
অর্থ : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেন এবং স্বীয় হস্তদ্বয় উঠান, এমনকি আমি তাঁর পবিত্র বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পাই।[৩]

৪. হযরত আনস (রা.)ও দোয়াতে হাত উত্তোলন প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন,

[১] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাব : (৭৯), ৫:৫২৬, ক্রমিক : ৩৪৯৯
[২] ইবনে আবী শায়বা, আল-মুসান্নিফ, ১:২৬৯, ক্রমিক : ৩০৯৩
[৩] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু রাফ'ইল আয়দী ফীদ দোয়া, ৫:২৩৩৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

«رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ».

উচ্চারণ : রাফা' ইয়াদাইহি হাত্তা রাআইতু বায়াদা ইবতাইহি।
অর্থ : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার জন্য হাত উঠান, এমনকি আমি তাঁর পবিত্র বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখেছি।[১]

৫. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়াতে হাত উত্তোলন এবং চেহরা মাসেহ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ».

উচ্চারণ : কানা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযা রাফা'আ ইয়াদাইহি ফীদ দোয়ায়ি, লাম্ ইয়াহুত্তাহুমা হাত্তা ইয়াম্সাহা বিহিমা ওয়াজ্হাহু।
অর্থ : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়াতে হাত উঠাতেন এবং চেহরায় মাসেহ করার পূর্বে হাত নিচে নামাতেন না।[২]

৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي أَنْ يَرْفَعَ الْعَبْدُ يَدَيْهِ فَيَرُدُّهُمَا صِفْرًا لَا خَيْرَ فِيهِمَا، فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ. فَلْيَقُلْ: ﴿يَا حَيُّ لَا إِلَهَ إِلا أَنْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ﴾ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِذَا رَدَّ يَدَيْهِ فَلْيُفْرِغْ ذَلِكَ الْخَيْرَ إِلَى وَجْهِهِ».

উচ্চারণ : ইন্না রাব্বাকুম হাইউন কারীমুন, ইয়াস্তাহয়ী আই ইয়ার ফা'আল আব্দু ইয়াদাইহি ফা-ইয়ারুদ্দাহুমা সিফরান লা খাইরা ফিহিমা ফা

[১] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু রাফ'ইল আয়দী ফীদ দোয়া, ৫:২৩৩৫
২. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল ইসতিসকা, বাবু রাফইল ইমাম ইয়াদাহু ফীল ইসতিসকা, ১:৩৪৯, ক্রমিক : ৯৮৪
[২] তিরমিযী, আল-জামি আ-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু মা জাআ ফী রাফ'ইল আইদী ইনদাল দোয়ায়ি, ৫:৪৬৩, ক্রমিক : ৩৩৮৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইযা রাফা'আ আহাদুকুম ইয়াদাইহি। ফাল্ইয়াকুল : 'ইয়া হাইউন লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ইয়া আরহামুর রাহিমীন' সালাসা মাররাতিন সুম্মা ইযা রাদ্দা ইয়াদাইহি ফালইউফ্রিগ যালিকাল খাইরি ইলা ওয়াজ্হিহি।
অর্থ : নিশ্চয় তোমাদের প্রভু চিরঞ্জিব ও মহাসম্মানী। তিনি এ ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেন যে, তাঁর বান্দা তাঁর সামনে হাত উত্তোলন করেছে আর তিনি তাঁর হস্তদ্বয় খালি ও কল্যাণহীনভাবে ফিরিয়ে দেবেন। অতঃপর তোমাদের কেউ যখন হাত উঠায় সে যেন তিন বার এ দোয়া পাঠ করে ﴿يَا حَيُّ لَا إِلَـهَ إِلا أَنْتَ يَا أَرْحَمَ الـرَّاحِمِينَ﴾ তারপর যখন তার হস্তদ্বয় নামিয়ে নেয় তখন যেন স্বীয় চেহারা মাসেহ করে।[১]

৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ».

উচ্চারণ : ইযা দা'আতাল্লাহা ফাদ্'উ বিবুতূনি কাফ্ফাইকা ওয়া লা তাদ্'উ বিযুহূরিহিমা ফা-ইযা ফারাগ্তা ফাম্সাহ বিহিমা ওয়াজ্হাকা।
অর্থ : যখন তুমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া কর, তখন তোমার হস্তদ্বয়ের পেট দ্বারা দোয়া কর, হস্তদ্বয়ের পিঠ দ্বারা করো না। আর যখন দোয়া সমাপ্ত করবে, তখন হস্তদ্বয় দ্বারা তোমার মুখমণ্ডল মাসেহ করবে।[২]

ফরয নামাযসমূহের পর কুরআনের দোয়াসমূহ

আমাদের উচিৎ আল্লাহ তা'আলার পাক দরবারে দোয়া করার সময় কুরআন মাজীদের সেসব দোয়াকে অর্ন্তভুক্ত করা যা আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নাত এবং যার আলোচনা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কুরআন মজীদে করেছেন। এর মধ্যে কতিপয় নির্বাচিত দোয়া নিম্নে বর্ণিত হলো :

[১] ১. ইবনে হাব্বান, আস-সাহীহ, ৩:১০৬, ক্রমিক : ৮৭৬
২. আবু ইয়ালী, আল-মুসনাদ, ৩:৩৯১, ক্রমিক : ১৮৬৭
[২] ইবনে মাজা, আস-সুনান, কিতাবুদ দোয়া, বাবু রাফয়িল ইয়াদাইনি ফীদ দোয়া, ২:১২৭২, ক্রমিক : ৩৮৬৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ কুরআন মাজীদের সর্ব প্রথম দোয়া এবং সূরায়ে তাওবা ব্যতীত প্রত্যেক সুরার সাথে ভূমিকাস্বরূপ পাঠ করা হয়। এটিও একটি দোয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف:١٨٠]

উচ্চারণ : ওয়া লিল্লাহি আস্‌মাউল হুস্‌না ফাদ্'উহু বিহা ওয়াযারুল্লাযীনা উল্‌হিদূনা ফী আস্‌মায়িহি সায়ুজ্‌যাওনা মা কানূ ইয়া'মালূন।

অর্থ : আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।[১]

২. সুরাতুদ দোয়া

সুরা ফাতিহা, যা পূর্ণ কুরআন মজীদের শিক্ষার সার এবং কুরআন মাজীদের জ্ঞার্নাজনের ভূমিকার কাজে আসে, তার শুধু অর্ধাংশ দোয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং এ সুরার নামই দোয়া করে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে দোয়ার গুণ থাকার কারণে শেষে 'আমিন' সংযোগ করা আবশ্যিক করে দেয়া হয়েছে। অথচ অন্য কোনো সুরার শেষে এই আবশ্যকতা নেই। তাছাড়া এ সুরা প্রত্যেক রাকআতে পড়া ওয়াজিব। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لله».

উচ্চারণ : আফ্‌দালুয যিকরি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আফ্‌দালুদ দোয়ায়ি আল-হাম্‌দু লিল্লাহ।

অর্থ : সর্বোত্তম যিকির হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর সর্বোত্তম দোয়া হলো 'আল-হামদু লিল্লাহ'।[২]

---

[১] আল-কুরআন, আল-'আরাফ, ৭:১৮০

[২] ১. তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, কিতাবুদ দাওয়াত আন রাসুলিল্লাহি, বাবু মা জাআ আন্না দাওয়াতাল মুসলিমি মুসতাজাবা, ৫:৪৬২, ক্রমিক : ৩৩৮৩

২. ইবনে মাজা, আস-সুনান, কিতাবুল আদব, বাবু ফযলি হামিদিন, ২:১২৪৯, ক্রমিক : ৩৮০০

৩. দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

[البقرة:٢٠١]

উচ্চারণ : রাব্বানা আতিনা ফীদ দুনিয়া হাস্‌নাতাও ওয়া ফীল আখিরাতি হাস্‌নাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন এবং পরকালের কল্যাণও দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।[১]

৪. দৃঢ়তা ও অটলতার জন্য

١. ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران:٨]

উচ্চারণ : রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়াহাব লানা মিল্‌লাদুনকা রাহ্‌মাতান, ইন্নাকা আন্‌তাল ওয়াহ্‌হাব।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করবেন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন। আপনিই সব কিছুর দাতা।[২]

٢. ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ [الأعراف:١٢٦]

উচ্চারণ : রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রান ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা মুস্‌লিমীন।

অর্থ : হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দিন এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দান করুন।[৩]

৫. ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

[الأعراف:٢٣]

---

[১] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:২০১

[২] আল-কুরআন, আলে ইমরান, ৩:৮

[৩] আল-কুরআন, আল-আরাফ, ৭:১২৬

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণ : রাব্বানা যালামনা আন্‌ফুসানা, ওয়া ইল্‌লাম তাগ্‌ফির্‌লানা ওয়া তার্‌হাম্‌না লানাকূনান্না মিনাল খাসিরীন।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।[১]

৬. নামাযে অবিচলতার জন্যে

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ [إبراهيم:٤٠]

উচ্চারণ : বাব্বিজ আল্‌নি মুকীমাস সালাতি ওয়া মিন যুর্‌রিয়াতি। রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দোয়ায়ি।

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা! আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং কবুল করুন আমাদের দোয়া।[২]

৭. হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্তির জন্যে

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر:١٠]

উচ্চারণ : রাব্বানাগফির্‌লানা ওয়ালি ইখ্‌ওয়ানিন ালল্লাযীনা সাবাকূনা বিল ঈমানি। ওয়া লা তাজ্‌'আল ফী কুলূবিনা গিল্লাল্‌লিল্লাযীনা আমানূ রাব্বানা ইন্নাকা রাঊফুর রাহীম।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।[৩]

৮. ক্ষমা প্রাপ্তির জন্যে

১. ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [المؤمنون:١٠٩]

উচ্চারণ : রাব্বানা আমান্না ফাগ্‌ফির্‌লানা ওয়ারহাম্‌না ওয়া আন্‌তা খাইরুর রাহিমীন।

[১] আল-কুরআন, আল-আরাফ, ৭:২৩
[২] আল-কুরআন, ইবরাহীম, ১৪:৪০
[৩] আল-কুরআন, আল-হাশর, ৫৯:১০

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদের প্রতি রহম করুন। আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।[১]

২. ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

[البقرة:٢٨٦]

উচ্চারণ : রাব্বানা লা তু'আখিযনা ইন নাসীনা আও আখ্‌তানা। রাব্বানা ওয়া লা তাহ্‌মিল 'আলাইনা ইস্‌রান কামা হামাল্‌তাহু 'আলাল্লাযীনা মিন কাবলিনা। রাব্বানা ওয়া লা তুহাম্মিল্‌না মা লা তাকাতা লানা বিহি। ওয়া'ফু আন্না। ওয়াগ্‌ফির লানা ওয়ার্‌হাম্‌না আন্‌তা মাওলানা ফান্‌সুর্‌না 'আলাল কাওমিল কাফিরীন।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের মতো বোঝা বহন করাবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন। আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের প্রভু! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।[২]

৯. নেক ও সুসন্তানের জন্যে

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران:٣٨]

উচ্চারণ : রাব্বি হাব্‌লি মিল্‌লাদুন্‌কা যুর্‌রিয়াতান তাইয়্যেবাতান ইন্নাকা সামী'উদ দোয়া।

অর্থ : হে, আমার পালনকর্তা! আমাদের নিকট থেকে আমাকে পুত-পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।[৩]

[১] আল-কুরআন, আল-মুমিনূন, ২৩:১০৯
[২] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:২৮৬
[৩] আল-কুরআন, আলে ইমরান, ৩:৩৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১০. জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে

﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه:١١٤]

উচ্চারণ : রাব্বি যিদ্‌নী ইলমান।

অর্থ : হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।[১]

১১. পরকালের অপমান থেকে বাঁচার জন্যে

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ [آل عمران:١٩٣]

উচ্চারণ : রাব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিয়ান ইউনাদি লিল্‌ঈমানি আন আমিনূ বিরাব্বিকুম ফা আমান্না। রাব্বানা ফাগ্‌ফির লানা যুনূবানা ওয়া কাফ্‌ফির আন্না সাইয়্যি অযাতিনা ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা মা'আল আব্‌রারি।

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গুনাহ মাফ করুন এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দিন, আর আমাদের মৃত্যু দিন নেক লোকদের সাথে।[২]

১২. অন্তর প্রশস্ত হওয়ার জন্যে

﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ [طه:٢٥-٢٨]

উচ্চারণ : কালা রাব্বিস রাহ্‌লী সাদ্‌রী। ওয়া ইয়াস্‌সিরলী আমরী। ওয়াহ্‌লুল 'উক্‌দাতাম মিল লিসানী, ইয়াফ্‌কাহু কওলী।

অর্থ : মূসা বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন আর আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন।[৩]

[১] আল-কুরআন, তাহা, ২০:১১৪
[২] আল-করআন, আলে ইমরান, ৩:১৯৩
[৩] আল-কুরআন, তাহা, ২০:২৫-২৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৩. বিজয় ও সহযোগিতার জন্যে

﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف:٨٩]

উচ্চারণ : রাব্বানাফ্‌তাহ্ বাইনানা ওয়া বাইনা কওমিনা বিল হাক্কি ওয়া আন্‌তা খাইরুল ফাতিহীন।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে ছিল যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্টতম ফয়সালাকারী।[১]

ফরয নামাযসমূহের পর মসনুন দোয়াসমূহ

নিম্নে এমন কতিপয় দোয়া পেশ করা হলো যা শুধু আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি; তিনি তাঁর প্রিয় সাহাবীদেরকেও শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন–

১. হযরত আমর ইবনে মায়মুন আল-আওদী (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) নিজেদের সন্তানদেরকে এ বাক্যসমূহ এভাবে শিক্ষা দিতেন যেমন শিক্ষক ছাত্রদেরকে লিখা শিক্ষা দেন। আর তিনি বলতেন, অবশ্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পরে এসব বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় কামনা করতেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযুকিকা মিনাল জুব্‌নি, ওয়া আ'ঊযুবিকা আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল 'উমুরি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিতনাতিদ দুন্‌য়া, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন 'আযাবিল বকরি।
ফা-হাদ্দাস্‌তু বিহি মুস্‌'আবান ফা-সাদ্দাকাহু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি ভয়-ভীতি হওয়া থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি। লাঞ্ছনার জিন্দেগীর দিকে ফিরে যাওয়া থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি।

[১] আল-কুরআন, আল-আরাফ, ৭:৮৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুনিয়ার ফিতনা থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি এবং কবরের আযাব থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি।

(হয়ত আমর ইবনে মায়মুন (রা.) বলেন,) যখন আমি এ হাদীসটি হযরত মাস'আব (ইবনে সা'দ) (রা.)-এর সামনে বর্ণনা করি, তিনি তখন একে সত্যায়ন করেন।[১]

২. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁর হাত ধরে বললেন, হে মুয়ায! আমি তোমাকে ভালোবাসি। হযরত মুয়ায (রা.) বলেন, (হে আল্লাহর রাসুল!) আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক আমিও আপনাকে ভালোবাসি। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে মুয়ায! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, প্রত্যেক নামাযের পর এ দোয়া পড় থেকে বিরত থাকবে না।

«اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ».

وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ الصُّنَابِحِىَّ وَأَوْصَى بِهِ الصُّنَابِحِىُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আয়িন্নী আলা যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ইবাদাতিকা।

ওয়া আওসী বিযালিকা মু'আযুস সুনাবিহীয়্যা, ওয়া আওসা বিহিস সুনাবিহীয়্যা আবা আবদির রাহ্‌মান।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার যিকির, শুকরিয়া এবং ভালোভাবে ইবাদত করার আমাকে তাওফীক দান করুন।

অতঃপর হযরত মুয়ায (রা.) সুনাবিয়াকে এ দোয়াসমূহের উপদেশ দেন। তিনি আবু আবদুর রহমানকে এর উপদেশ দেন।[২]

[১] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবু মা ইয়াতা'আওয়ায মিনাল জুবনি, ৫:২৩৪১, ক্রমিক : ৬০০৪
২. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবুত তা'আওয়াযি মিন আযাবিল কবর, ৩:১০৩৮, ক্রমিক : ২৬৬৭
৩. তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু ফী দোয়ায়িন নাবীয়ি ও তা'আওয়ুযিহি ফী দুবুরি কুল্লি সালাহ, ৫:৫২৮, ক্রমিক : ৩৫৬৭

[২] ১. আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, বাবু ফীল ইসতিগফার, ২:৫৬৪, ক্রমিক : ১৫২২
২. নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ৬:৩২, ক্রমিক : ৯৯৩৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। আজ রাতে আমার প্রভু অতিসুন্দর আকৃতিতে আমার নিকট আগমন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেন, হে মুহাম্মদ! যখন নামায আদায় করো, তখন এ দোয়া পড়বে :

«اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِى إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ».

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা ফি'লাল খাইরাতি ওয়া তার্‌কাল মুন্‌কিরাতি ওয়া হুব্বাল মাসাকীনি ওয়া ইযা আরাদ্‌তা বিইবাদতিকা ফিত্‌নাতান ফাক্‌বিয্‌নী ইলাইকা গাইরা মাফ্‌তূন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট নেক আমল করার, মন্দ আমল বর্জনের এবং নিঃসদের প্রতি ভালোবাসা প্রার্থনা করছি। যখন আপনি আপনার বান্দাদের পরীক্ষা করার ইচ্ছ পোষণ করেন, তখন আমাকে এর পূর্বে আপনার নিকট ডেকে নিয়ে আসবেন।[১]

৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) ইরশাদ করেন, (নামাযের সময়) আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সোজা পেছনে দাঁড়িয়েছি। তিনি যখন সালাম ফিরিয়েছেন তখন এ দোয়া পড়েছেন,

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِي آخِرَهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَوَاتِيمَ عَمَلِي رِضْوَانَكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ».

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজ'আল খইরা 'উমুরী আখিরাহূ। আল্লাহুম্মাজ'আল খাওয়াতীমা 'আমালী রিদ্‌ওয়ানাকা। আল্লাহুম্মাজ'আল খাইরা আইয়্যামী ইয়াওমা আল্‌কাকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জীবনের শেষ ভাগ উত্তম করে দিন। হে আল্লাহ! আমার কাজের পরিণাম আপনার সন্তুষ্টিপূর্ণ করে দিন। হে আল্লাহ! আমার দিনসমূহ থেকে উত্তম দিন সেদিনকে করে দিন, যেদিন আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করব।[২]

[১] ১. তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াদুত তাফসীর, বাবু ওয়া মিন সুরাতিন, ৫:২৮২, ক্রমিক : ৩২৩৩
২. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ১:৭০৮, ক্রমিক : ১৯৩২

[২] ১. তিবরানী, আল-মু'জামুল আওসাত, ৯:১৫৭, ক্রমিক : ৯৪১১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫. হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যখনই ফরয নামায কিংবা নফল নামাযে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে দাঁড়িয়েছি তখনই আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এসব বাক্যে দোয়া করতে শুনেছি। এতে তিনি বাড়াননি এবং কমাননি :

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ، اللَّهُمَّ أَنْعِشْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الأَعْمَالِ وَالأَخْلاقِ، فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ».

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগ ফির্‌লী যুনূবী ওয়া খাতায়া। আল্লাহুম্মা আন'ইশ্‌নী, ওয়াজ্‌বিরনী, ওয়াহ্‌দিনী লিসালিহিল আ'মালি ওয়াল আখ্‌লাকি, ফাইন্নাহু লা ইহাদী লিসালিহিহা ওয়া লা ইয়াস্‌রিফু সাইয়্যিআহা ইল্লা আনতা।

অর্থ : হে আমার আল্লাহ! আমার গুনাহ ও ভুলসমূহ মার্জনা করে দিন। হে আমার আল্লাহ! আমাকে (ইবাদতে ও আনুগত্যে) প্রফুল্লময় করে দিন। আর আমার অবস্থা সঠিক করে দিন। আমাকে নেক কাজ ও অসচ্চরিত্রর দিশা দান করুন। অবশ্যই আপনি ব্যতীত মন্দ কাজ ও অসচ্চিত্র থেকে রক্ষাকারী আর কেউ নেই।[১]

৬. হযরত মারওয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁর উপস্থিতিতে হযরত কা'ব (আহ্বার) (রা.) শপথ করেন, সেই যাতে পাকের শপথ যিনি হযরত মুসা (আ.)-এর জন্য নীল নদে রাস্তা করে দিয়েছেন, আমি তাওরাতে দেখেছি যে, হযরত দাউদ (আ.) যখন নামায থেকে অবসর গ্রহণ করতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন,

«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةً وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ

২. দাইলামী, আল-ফিরদাওস বিমাসুরিল খিতাব, ১:৪৮০, ক্রমিক : ১৯৬২

[১] ১. তিবরানী, আল-মু'জামুল কাবীর, ৮:২০০, ২৫১, ক্রমিক : ৭৮১১, ৭৯৮২
২. দাইলামী, আল-ফিরদাওসু বিমাসুরিল খিতাব, ১:৪৭৫, ক্রমিক : ১৯৩৫
৩. হায়সামী, মাজমাউল যাওয়ায়েদ, ১০:১১২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

قَالَ وَحَدَّثَنِي كَعْبٌ أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاتِهِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আসলিহ লী দীনী আল্লাযী জা'আল্‌তাহু লী 'ইস্‌মাতান ওয়া আস্‌লিহ লী দুন্‌ইয়ায়া আল্লাতী জা'আল্‌তা ফীহা মা'আশী। আল্লামুম্মা ইন্নী আ'উযু বিদিযাক মিন সাখাতিকা ওয়া আ'উযু বি'আফ্‌বিকা মিন নিক্‌মাতিকা ওয়া আ'উযু বিকা মিন্‌কা লা মানি'আ লিমা আ'তাইতা ওয়া লা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়া লা ইয়ান্‌ফা'উ যাল জাদ্দি মিন্‌কাল জাদ্দু।

কলা ওয়া হাদ্দাসানী কা'বুন আন্না সুহাইবান হাদ্দাসাহু আন্না মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা ইয়াকূলুহুন্না 'ইন্‌দান্‌সিরাফিহি মিন সালাতিহি।

অর্থ : হে আল্লাহ! সেই দ্বীন যা আমার মুক্তির মাধ্যম বলে নির্ধারণ করেছেন তা সংশোধন করে দিন। আর ওই দুনিয়া যাতে আমার রিযিক নির্ধারণ করেছেন তা পরিশুদ্ধ করে দিন। হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্রোধ থেকে আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যা কিছু দান করেন, তা থেকে বাঁধা দানকারী কেউ নেই। আর যা আপনি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তা প্রদানকারী কেউ নেই। ধনী ব্যক্তির ধন আপনার নিকট কোনো কাজে আসবে না।

হযরত মারওয়ান বলেন, হযরত কা'ব (রা.) আমার থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত সুহাইব (রা.) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায আদায় করতেন তখন তিনি এ বাক্যসমূহ পাঠ করতেন।[১]

[১] ১. নাসাঈ, আস-সুনান, কিতাবুস সাহু, বাবু নু'ই আখিরি মিনাদ দোয়া ও ইনদাল ইনসিরাফ মিনাস সালাত, ৩:৫০, ক্রমিক : ১৩৪৬
২. তিবরানী, আল-মু'জামুল কাবীর, ৮:৩৩, ক্রমিক : ৭২৯৮
৩. মুকাদ্দাসী, আল-আহাদীসুল মুখতারা, ৮:৬৫, ক্রমিক : ৫৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৭. হযরত আবু যুবাইর (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে যুবাইর (রা.) প্রত্যেক নামাযে সালাম ফিরানোর পর এ দোয়া পাঠ করতেন :

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ. لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ».

وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ.

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাল্লাহু ওয়া লা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু। লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফাযলু ওয়া লাহুস সানাউল হাসানু। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ দীনা ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূনা।

ওয়া কালা কানা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউহাল্লিলু বিহিন্না দুবুরা কুল্লি সালাতিন।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর জন্যই রাজত্ব এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো কোনো ক্ষমতা ও শক্তি নেই। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক। আমরা তাঁর ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করি না। তাঁরই সকল নেয়ামত। তাঁর জন্যই মর্যাদা এবং সমস্ত উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তাঁর দ্বীন নিরেট, যদিও কাফিরগণ তা অপছন্দ করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পরে এসব দোয়া পাঠ করতেন।[১]

১. মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াযা'আস সালাত, বাবু ইসতিহবাবিয যিকরি বা'দাস সালাত ওয়া বায়ানু সিফাতিহি, ১:৪৫১, ক্রমিক : ৫৯৪
২. আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুল বিতর, বাবু মা ইয়াকুলুর রাজুলু ইযা সাল্লামা, ২:৫৫৮, ক্রমিক : ১৫০৬

কোন কোন মানুষের দোয়া দ্রুত কবুল হয়?

হাদীস শরীফে এমন কতিপয় লোকের নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের দোয়া দ্রুত কবুল হয়। যাদের দোয়া কবুল হয় তারা হলো নিম্নরূপ :

১. মযলুম, মুসাফির এবং পিতা-মাতার দোয়া

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ؛ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ».

উচ্চারণ : সালাসু দাওয়াতিন মুস্তাজাবাতুন লা শাক্কা ফীহিন্ন; দা'ওয়াতুল মায্লূমি ওয়া দা'ওয়াতুল মুসাফিরি ওয়া দা'ওয়াতুল ওয়ালিদি 'আলা ওয়ালাদিহি।

অর্থ : তিন শ্রেণীর মানুষের দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়; ১. মাযলুমের দোয়া, ২. মুসাফিরের দোয়া এবং ৩. পিতামাতার তাদের সন্তানদের জন্য কৃত দোয়া।[১]

২. অনুপস্থিত ব্যক্তির দোয়া

হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ».

উচ্চারণ : মা মিন 'আব্দিন মুস্লিমিন ইয়াদ্'উ লিআখিহি বিযাহ্রিল গাইবি ইল্লা কলাল মালাকু ওয়া লাকা বিমিস্লিন।

অর্থ : যখন কোনো মুসলমান তার মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে দোয়া করে, তখন নিয়োজিত ফেরেশতা বলেন, তোমার ভাগ্যেও অনুরূপ হোক।[১]

৩. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ২:১৮৪, ক্রমিক : ২৮৩৯
৪. তিবরানী, কিতাবুদ দোয়া, ১:২১৬, ক্রমিক : ৬৮১
১. তিরমিযী আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুল বিরির ওয়াস সিলা, বাবু মা জাআ ফী দাওয়াতিল ওয়ালিদাইনি, ৩:৪৬৯, ক্রমিক : ১৯০৫
২. আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সালাত, বাবুদ দোয়া বিযাহরিল গায়ব, ১:৫৬৮, ক্রমিক : ১৫৩৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ».

উচ্চারণ : ইন্না আস্‌রা'উদ দোয়ায়ি ইজাবাতান দা'ওয়াতু গাইবিন লিগাইবিন।

অর্থ : দোয়াসমূহের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত কবুল হওয়ার মতো দোয়া হলো এক অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অন্য অনুপস্থিত ব্যক্তির দোয়া করা।[২]

৩. রোযাদার এবং ন্যায় বিচারকের দোয়া

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِى لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ».

উচ্চারণ : সালাসাতুন লা তুরাদ্দু দা'ওয়াতুহুম আস্‌সায়িমু হাত্তা ইউফ্‌তিরা ওয়াল ইমামুল আদিলু ওয়া দা'ওয়াতুল মাযলূমি ইয়ার্‌ফা'উহা ল্লাহু ফাউকাল গামামি ওয়া ইয়াফ্‌তাহু লাহা আব্‌ওয়াবাস সামায়ি ওয়া ইয়াকূলুর রাব্বু ওয়া ইয্‌যাতী লাআনসুরান্নাকা ওয়া লাও বা'দা হীন।

অর্থ : তিন ব্যক্তির দোয়ার প্রত্যাখ্যান করা হয় না; ১. রোযাদার –যতক্ষণ না ইফতার করে, ২. ন্যায় বিচারক এবং ৩. মযলুমের দোয়া। আল্লাহ তা'আলা এদের দোয়াকে মেঘের ওপর উঠান এবং এর জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার ইয্‌যতের শপথ, অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব যদিও এক যুগ পরে হয়।[৩]

---

[১] ১. মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দোয়া ওয়াত তাওবা ওয়াল ইসতিগফার, ৪:২০৯৪, ক্রমিক : ২৭৩২
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৬:৬৫২, ক্রমিক : ৩৭৫৯৮

[২] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুল বিরির ওয়াস সিলা, বাবু মা জাআ ফী দাওয়ালি আখি লিআখিহি বিযাহরিল গায়ব, ৪:৩৫২, ক্রমিক : ১৯৮০

[৩] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু ফীল আফবি ওয়াল আফিয়া, ৫:৫৪৬, ক্রমিক : ৩৫৯৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দৈনন্দিন জীবনের কতিপয় মাসনুন দোয়া

দৈনন্দিন জীবনের দোয়াসমূহ, যেগুলো বিভিন্ন অবস্থায় পাঠ করার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম আদেশ করেছেন এবং যা সকাল-সন্ধ্যা বিভিন্ন সময়ে পাঠ করা সুন্নাত। এসব দোয়ার মধ্যে কতিপয় নির্বাচিত দোয়া নিম্নরূপ :

১. আযানের পরের দোয়া

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনতে পায় তার এ দোয়া পাঠ করা উচিৎ,

«اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِى وَعَدْتَهُ».

حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দা'ওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াস সালাতিল কায়িমাতি, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলা ওয়াব্'আসহু মাকামাম মাহ্‌মূদাল লাযী ওয়া'আদ্‌তাহু।
হাল্লাত লাহু শাফা'আতী ইয়াওমাল কিয়ামা।

অর্থ : হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও শাশ্বত নামাযের আপনিই প্রভু। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দান করুন সম্মান এবং সুমহান মর্যাদা। আর তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন সেই প্রশংসিত স্থানে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন।
(যে ব্যক্তি এ দোয়া পাঠ করবে) তার জন্য বিচার বিদসে আমার সুপারিশ হালাল হয়ে গিয়েছে।[১]

২. মসজিদে প্রবেশের দোয়া

হযরত আবু হুমাইদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন এ দোয়া পাঠ করে :

---

[১] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল আযান, বাবুদ দা'আ ইনদালল্লাহিল আযান, ১:২২২, ক্রমিক :৫৮৯
২. তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, কিতাবুস সালাত, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা আয্‌যানাল মু'আয্‌যিনু, ১:২৫২, ক্রমিক : ২১১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

«اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ».

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাফ তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা রাহ্‌মাতিকা।
অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন।[১]

৩. মসজি থেকে বের হওয়ার দোয়া

«اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ».

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন ফাদ্‌লিকা।
অর্থ : হে আল্লাহ আমি আপনার করুণা প্রার্থনা করছি।[২]

৪. ঘরে প্রবেশের দোয়া

হযরত আবু মালেক আশ'আরী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন মানুষ নিজ ঘরে প্রবেশ করবে তখন বলবে :

«اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا».

ثُمَّ لْيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খাইরাল মাওলিসি ওয়া খাইরাল মাখ্‌রিজি। বিস্‌মিল্লাহি ওয়া লাজ্‌না ওয়া বিস্‌মিল্লাহি খারাজ্‌না ওয়া 'আলাল্লাহি রাব্বিনা তাওয়াক্কাল্‌না।
সুম্মা ইউসাল্লিম আলা আহ্‌লিহি।
অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট (ঘরে) প্রবেশের কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং (ঘর থেকে বাইরে) বের হওয়ার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামের

[১] ১. মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল মুসাফিরীনা ও কাসরিহা, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা দাখালাল মাসজিদ, ১:৪৯৪, ক্রমিক :৭১৩
২. তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুস সালাত, বাবু মা ইয়াকুলু ইনদা দুখুরীহিল মাসজিদ, ১:৩৪৭, ক্রমিক : ৩১৪
[২] ১. মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল মুসাফিরীনা ও কাসরিহা, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা দাখালাল মাসজিদ, ১:৪৯৪, ক্রমিক :৭১৩
২. তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুস সালাত, বাবু মা ইয়াকুলু ইনদা দুখুরীহিল মাসজিদ, ১:৩৪৭, ক্রমিক : ৩১৪

সাথে আমার প্রবেশ করি এবং আল্লাহর নামের সাথেই আমরা বের হই। আমাদের প্রভুর ওপরই আমরা নির্ভর করেছি।
তারপর গৃহবাসীর প্রতি সালাম দেবে।[১]

৫. ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ বাক্য বলবে :

«بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ».

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লাহি তাওয়াক্কাল্‌তু 'আল্লাহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।
অর্থ : আল্লাহর নামে (বাইরে যাচ্ছি), আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করেছি। নেক কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার শক্তি তাঁরই (দানের মধ্য) হতে।[২]

৬. বাজারে প্রবেশের দোয়া

হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) তাঁর পিতার মধ্যস্থতায় স্বীয় দাদা হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে সে যেন এ বাক্যসমূহ বলে :

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ».

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়া হুয়া হাইয়্যুল লা ইয়ামূতু বি-ইয়াদিহিল খাইরু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।
অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর জন্যই রাজত্ব। তিনি চিরঞ্জিব, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতে সকল কল্যাণ। তিনি সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান।[১]

[১] আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুল আদব, বাবু মা জাআ ফীমান দাখালা বায়তাহু মা ইয়াকুল, ৪: ৩৬০, ক্রমিক : ৫০৯৬
[২] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা খারাজা মিন বাইতিহি, ৫:৪২৬, ক্রমিক : ৩৪২৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৭. সফরের দোয়া

হযরত আলী আযদী (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) তাঁকে বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোথাও সফরে যেতেন, তখন সুরা আয-যুখরুফের নিম্নবর্ণিত ১৩ ও ১৪ নং আয়াত পাঠ করতেন,

﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ [الزُّخرف:١٣-١٦]

উচ্চারণ : সুব্হানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়া মা কুন্না লাহু মুক্রিনীনা। ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন্কালিবূন।

অর্থ : পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব।[২]

৮. সফর থেকে ফিরে আসার দোয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজ বা উমরা আদায়ের পরে সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন বলতেন :

«آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ».

উচ্চারণ : আয়িবূনা তায়িবূনা আবিদূনা সাজিদূনা লিরাব্বিনা হামিদূন।

অর্থ : আমরা আগমনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী।[৩]

---

[১] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা দাখালাস সুক, ৫:৪২৭, ক্রমিক : ৩৪২৮

[২] ১. আল-কুরআন, আয-যুখরুফ, ৪৩:১৩-১৪
২. মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল হজ, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা রাকিবা ইলা সাফালি হজ ওয়া গইরিহি, ২:৯৭৮, ক্রমিক : ১৩৪২
৩. তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা রাকিবা দাব্বা, ৫:৪৪৩, ক্রমিক : ৩৪৪৬

[৩] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল উমরা, বাবু মা ইয়াকুলু ই রাজা'আ মিনাল হজ আবিল গাযওয়া, ২:৬৩৭, ক্রমিক :১৭০৩

৯. কবর যিয়ারতের দোয়া

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে তাশরীফ নিয়েছেন এবং নিম্নের বাক্য দ্বারা কবরবাসীকে সালাম প্রদান করেন :

«السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ».

উচ্চারণ : আস্সালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মু'মিনীনা ওয়া ইন্না ইন শাআল্লাহু বিকুম লা হিকূন।

অর্থ : হে মুমিন কবরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ চাহে তো তোমাদের সাথে মিলিত হব।[১]

১০. অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতার জন্য দোয়া

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে মুসলমান বান্দা কোনো এমন রোগীর সেবা করতে যায়, যার মৃত্যুর সময় আসে নি, সে যেন সাত বার এ দোয়া পড়ে :

«أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلاَّ عُوفِيَ».

উচ্চারণ : আসআলুল্লাহাল 'আযীমা রাব্বাল 'আরশিল 'আযীমি আই ইয়াশ্ফীকা ইল্লা 'উফিয়া।

অর্থ : আমি মহান আরশের প্রভু মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন তোমাকে শাফা (রোগ মুক্তি) দান করেন।[২]

১১. পানাহার আরম্ভ করার দোয়া

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ».

---

২. মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল হজ, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা রাকিবা ইলাল হজ ওয়া গইরিহি, ২:৯৭৮, ক্রমিক : ১৩৪২

[১] ইবনে মাজা, আস-সুনান, কিতাবুয যুহদ, বাবু যিকরিল হাওয, ৪:৫৬৪, ক্রমিক : ৪৩০৬

[২] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবু তিব্ব, বাবু মা জাআ ফীদ তাদাবী বিল আসাল, ৩:৫৯৩, ক্রমিক : ২০৮৩

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণ : ইযা আকালা আহাদুকুম ফাল্‌ইয়াযকুর ইস্‌মাল্লাহি তা'আলা। ফা-ইন নাসিযা আই ইয়াযকুরা ইস্‌মাল্লাহি তা'আলা ফী আউয়ালিহি ফাল্‌ইয়াকুল বিস্‌মিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহু।

অর্থ : যখন তোমাদের কেউ আহার শুরু করে, তখন অবশ্যই আল্লাহর নাম নেবে। যদি আহারের পূর্বে আল্লাহর নাম নেয়া ভুলে যায়, তবে 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু' বলা উচিৎ।[১]

১২. পানাহারের পরের দোয়া

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পানাহার থেকে অবসর গ্রহণ করতেন, তখন বলতেন,

«اَلْحَمْدُ لله الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ».

উচ্চারণ : আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আত্‌'আমানা ওয়া সাকানা ওয়া জা'আলানা মুস্‌লিমীন।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।[২]

১৩. অন্যের ঘরে খাওয়া-দাওয়ার দোয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বিশির (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমার পিতার নিকট একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনয়ন করেন। তিনি তখন পানাহারের পর এ দোয়া করেন :

«اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ».

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফীমা রাযাক্‌তাহুম ওয়াগ্‌ফির লাহুম ওয়ার হাম্‌হুম।

অর্থ : হে আল্লাহ! তাদের প্রদত্ত রিযিকে বরকত দান করুন। তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের প্রতি রহম করুন।[৩]

---

[১] আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুল আতইমা, বাবুত তাসমিয়া আলাত তুআম, ৩:৩৫৬, ক্রমিক : ৩৭৬৭

[২] আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুল আতইমা, বাবু মা ইয়াকুলুর রাজুলু ইযা তাআমা, ৩:৩৮১, ক্রমিক : ৩৮৫০

[৩] ১. মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল আশরিবা, বাবু ইসতিহবাবি ওয়াযইন নুয়ী খারিজান নাহরি ওয়াল ইসতিহবাবি দোয়ায়িয যায়ফি লিআহলিত তাআম, ৩:১৬১৫, ক্রমিক : ২০৪২
২. তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু ফী দোয়ায়িয যায়ফ, ৫:৫৩৫, ক্রমিক : ৩৫৭৬

১৪. হাঁচির সময় দোয়া

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের মধ্যে কারো হাঁচি আসে তখন সে বলবে :

«اَلْحَمْدُ لله».

উচ্চারণ : আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

আর যে হাঁচির আওয়াজ শুনবে সে বলবে :

«يَرْحَمُكَ اللهُ».

উচ্চারণ : ইয়ার্‌হামুকাল্লাহু।

আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন।

তারপর তার প্রত্যুত্তরে হাঁচি দাতা বলবে

«يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».

উচ্চারণ : ইয়াদি কুমুল্লাহু ওয়া ইউস্‌লিহ বালাকুম।

আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়ত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করে দিন।[১]

১৫. শৌচাগারে প্রবেশের দোয়া

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন :

«اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবায়িস।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি নাপাকি ও অপবিত্রতা থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।[২]

---

[১] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল আদব, বাবু ইযা আতাসা কাইফা ইউসাম্মাতু, ৫:২২৯৮, ক্রমিক : ৫৮৭০
২. তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুল আদব আন রাসুলিল্লাহ, বাবু মা জাআ কাইফা ইউসাম্মাতুল আতিস, ৫:৪৫৬, ক্রমিক : ২৭৪০

[২] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল উযু, বাবু মা ইয়াকুলু ইনদাল খালায়ি, ১:৬৬, ক্রমিক : ১৪২

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৬. শৌচাগার থেকে বের হওয়ার দোয়া

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শৌচগার থেকে বাইরে তশরীফ আনতেন তখন বলতেন :

«الْحَمْدُ لله الَّذِى أَذْهَبَ عَنِّى الأَذَى وَعَافَانِى».

উচ্চারণ : আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আয্‌হাবা আন্নীল আযা ওয়া 'আফানী।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া, যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং আমাকে মুক্ত করেছেন।[১]

১৭. নব চন্দ্র দেখার দোয়া

হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন এ দোয়া পড়তেন :

«اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ رَبِّى وَرَبُّكَ اللهُ».

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আহ্‌লিল্‌হু বিল ইউম্‌নি ওয়াল ঈমানি ওয়াস সালামাতি ওয়াল ইস্‌লামি রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তার উদয় আমাদের জন্য নিরাপত্তা, নির্ভরতা, শান্তি ও ইসলামের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমার এবং তোমার প্রভু আল্লাহ।[২]

১৮. আয়না দেখার দোয়া

হযরত ইয়াহিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়না দেখার সময় বলতেন,

«اللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي».

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা হাস্‌সান্‌তা খাল্‌কী ফাহাস্‌সিন খুলুকী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন, আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন।[৩]

---

২. মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল হায়য, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা আরাদা দুখুলাল খালায়ি, ১:২৮৩, ক্রমিক : ৩৭৫

[১] ইবনে মাজা, আস-সুনান, কিতবুত তাহারত, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা খারাজা মিনাল খালা, ১:১৭৭, ক্রমিক : ৩০১

[২] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু মা ইয়াকুলু ইনদা রুয়াতিল হিলাল, ৫:৪৪৭, ক্রমিক : ৩৪৫১

[৩] বায়হাকী, শা'আবুল ঈমান, ৬:৩৬৪, ক্রমিক : ৮৫৪২

১৯. নতুন জামা পরার দোয়া

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো নতুন জামা পরিধান করতেন তখন তার নাম উল্লেখ করতেন। চায় তা জামা হোক বা পাগড়ি। তারপর বলতেন :

«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ».

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকাল হাম্‌দু, আন্‌তা কাসাওতানীহি আস্‌আলুকা মিন খাইরিহি ওয়া খাইরি মা সুনি'আ লাহু। ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শর্‌রিহি ওয়া শার্‌রি মা সুনি'আ লাহু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আপনি আমাকে তা পরিধান করিয়েছেন। আমি আপনার নিকট তার কল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে তা তৈরি করা হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি আর তার অনিষ্টতা থেকে এবং যে জন্যে তা তৈরি করা হয়েছে তার অনিষ্টতা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১]

শয়নকালের মাসনুন দোয়াসমূহ

শয়নকালে নিম্ন বর্ণিত দোয়াসমূহ পাঠ করা সুন্নাতে নববী দ্বারা সাব্যস্ত।

১. হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয়ন করতেন তখন এ দোয়া পাঠ করতেন :

«بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا».

উচ্চারণ : বিস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া।

অর্থ : আপনার নামেই আমি নিদ্রা যাই এবং জাগ্রত হই।[২]

২. হযরত ইমাম তিরমিযী (রাহ.) (২১০–২৭৯ হি.) এ বর্ণনাকে কিছু শাব্দিক পরিবর্তন করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয়ন করার ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন আপন ডান হাত গণ্ডদেশের নিচে রাখতেন এবং এ দোয়া পাঠ করতেন :

---

[১] আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুল লিবাস, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা আলবাসা সাওবান জাদীদান, ৪:৩, ক্রমিক : ৪০২০

[২] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা নামা, ৫:২৩২৬, ক্রমিক : ৫৯৫৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

«اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ».

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা কীনী আযাবাকা ইয়াওমা তাজ্‌মা'উ 'ইবাদাকা আও তাব্‌'আসু 'ইবাদাকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে আপনার শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। যেদিন বান্দাদেরকে একত্রিত করবেন অথবা (কবর) থেকে উঠাবেন।[১]

৩. হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা শয়ন করতে যাও, তখন নামাযের ন্যায় অযু করো। তারপর ডান পাশে শয়ন করো। অতঃপর তিনি বলেন :

«اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ».

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আস্‌লাম্‌তু ওয়াজ্‌হিয়া ইলাইকা, ওয়া ফাওয়াদ্‌তু আম্‌রী ইলাইকা, ওয়া আল্‌জা'তু যাহ্‌রী ইলাইকা, রাগ্‌বাতান ওয়অ রাহ্‌বাতান ইলাইকা, লা মাল্‌জাআ ওয়া মান্‌জা মিন্‌কা ইল্লা ইলাইকা, আল্লাহুম্মা আমান্‌তু বিকিতাবিকাল্লাযী আন্‌যাল্‌তা, ওয়া নাবিয়্যিকাল্লাযী আর্‌সাল্‌তা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপন চেহারা আপনার দিকে ফিরালাম এবং আমার কাজ-কর্ম আপনার প্রতি সোপর্দ করেছি। আপনার প্রতি আগ্রহ ও ভয় রেখে আপনার দিকে আমার পিঠ ঝুকিয়েছি। আপনি ব্যতীত কোনো আশ্রয়স্থল ও মুক্তির স্থান নেই। হে আল্লাহ! আমি আপনার সেই কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি যা আপনি নাযিল করেছেন এবং আপনার সেই নবীর প্রতি ঈমান এনেছি যাঁকে আপনি প্রেরণ করেছেন।[২]

[১] তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু মা জাআ ফীদ দোয়া ইযা আওয়া ইলা ফিরাশিহি, ৫:৪০৪, ক্রমিক : ৩৩৯৮

[২] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল অযু, বাবু ফযলি মান বাতা আলাল অযু, ১:৭৯, ক্রমিক : ২৪৪
২. মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দোয়া ওয়াত তাওবা ওয়াল ইসতিগফার, বাবু মা ইয়াকুলু ইনদান নাওম ওয়া আখাযিল মাযজা, ৪:২০৮, ২০৮২, ক্রমিক : ২৭১০

৪. শয়নকালে এ খেয়াল করবে যে, নিদ্রা এক প্রকারের মৃত্যু আর জাগ্রত হওয়া এক ধরনের জীবিত হওয়া। শয়নকালে হৃদয়ে কোন জিনিসটি প্রাধান্য পাচ্ছে? আল্লাহর ভালোবাসা? তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার ভালোবাসা অধিক? না-কি দুনিয়ার ভালোবাসা অধিক। তারপর বিশ্বাস করবে যে, আমার মৃত্যুও এ অবস্থার ওপরই হবে, যা আমার হৃদয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে এবং এর ওপরই আমার হাশর হবে।

নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পঠিত মাসনুন দোয়াসমূহ

১. হযরত হুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন :

«الْحَمْدُ لله الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ».

উচ্চারণ : আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাহিন নুশূর।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা সে মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাকে মৃত্যুর পরে জীবিত করেছেন। আর তাঁর দিকে (মৃত্যুর পরে) ফিরে যেতে হবে।[১]

২. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, যখন কখনো রাতে নিদ্রার ফাঁকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ মুবারক খুলে যেত, তখন তিনি এ দোয়া পাঠ করতেন :

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا العَزِيزُ الغَفَّارُ».

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল ওয়াহিদুল কাহ্‌হার, রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌দি ওয়া মা বাইনাহুমাল আযীযুল গাফ্‌ফার।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক ও সকলের ওপর বিজয়ী। তিনি আসমান-জমিন এবং উভয়ের মাঝে বিদ্যমান সকল বস্তুর প্রভু। তিনি মহাসম্মানী ও অতি মেহেরবান।[২]

[১] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা নামা, ৫:২৩২৬, ক্রমিক : ৫৯৫৩

[২] ইবনে হাব্বান, আস-সাহীহ, ১২:৩৪০, ক্রমিক : ৫৫৩০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে সুরা আলে ইমরানের শেষ রুকু পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন এবং দোয়াযে নূরও তাঁর পছন্দনীয় কাজের অর্ন্তভুক্ত ছিলো।

দোয়ায়ে নূর

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হাদীস শরীফে দোয়ায়ে নূর নিম্ন বর্ণিত শব্দে বর্ণিত আছে :

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي، وَنُورًا فِي قَبْرِي، وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَنُورًا مِنْ خَلْفِي، وَنُورًا عَنْ يَمِينِي، وَنُورًا عَنْ شِمَالِي، وَنُورًا مِنْ فَوْقِي، وَنُورًا مِنْ تَحْتِي، وَنُورًا فِي سَمْعِي، وَنُورًا فِي بَصَرِي، وَنُورًا فِي شَعْرِي، وَنُورًا فِي بَشَرِي، وَنُورًا فِي لَحْمِي، وَنُورًا فِي دَمِي، وَنُورًا فِي عِظَامِي. اللَّهُمَّ زِدْنِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا».

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজ 'আল লী নূরান ফী কাল্‌বী, ওয়া নূরান ফী কাব্‌রী, ওয়া নূরান মিন বায়্‌নি ইয়াদাইয়্যা, ওয়া নূরান মিন খাল্‌ফী, ওয়া নূরান আন ইয়ামীনী, ওয়া নূরান আন শিমালী, ওয়া নূরান মিন ফাওকী, ওয়া নূরান মিন তাহ্‌তী, ওয়া নূরান ফী সাম'য়ী, ওয়া নূরান ফী বাসারী, ওয়া নূরান ফী শা'রী, ওয়া নূরান ফী ফী বাশারী, ওয়া নূরান ফী লাহ্‌মী, ওয়া নূরান ফী দামী, ওয়া নূরান ফী 'ইযামী। আল্লাহুম্মা যিদ্‌নী নূরান, ওয়া আ'যিম লী নূরান, ওয়াজ্‌'আল লী নূরান।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার হৃদয় নূরে পরিপূর্ণ করে দিন। আমার কবর নূরে পরিপূর্ণ করে দিন। আমার সামনে নূর করে দিন। আমার পেছনে নূর করে দিন। আমার ডানে নূর করে দিন। আমার বামে নূর করে দিন। আমার উপরে নূর করে দিন। আমার নিচে নূর করে দিন। আমার কানে নূর করে দিন। আমার দৃষ্টিতে নূর করে দিন। আমার চুলে নূর করে দিন। আমার চামড়া নূরে পরিপূর্ণ করে দিন। আমার গোশত নূরে পরিপূর্ণ করে দিন। আমার রক্ত নূরে পরিপূর্ণ করে দিন এবং আমার হাঁড় নূরে পরিপূর্ণ করে দিন।[১]

১. তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু মা জাআ মা ইয়াকুলু ইযা কমা মিনাল লায়লি ইলাস সালাহ, ৫:৪১৯, ৪২০, ক্রমিক : ৩৪১৯

সারকথা

এসব আলোচনার সারমর্ম হলো দোয়া কাকুতি-মিনতির সাথে হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করার অতি সহজ পন্থা এবং এমন প্রিয় আমল যা আম্বিয়ায়ে কেরামের আমলের অনুরূপ। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় আমলও তাই ছিলো। দোয়ার মর্যাদা ও গুরুত্ব এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে আম্বিয়ায়ে কেরামের পবিত্র জবানে দোয়ার বাক্য 'رَبَّنَا' একশত পাঁচ বার এবং 'رَبِّ' উনশত্তর বার উচ্চারণ করিয়েছেন। তাছাড়া 'اَللّٰهُمَّ' শব্দটি পাঁচ বার আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসের কিতবসমূহে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত অগণিত মানুষ দোয়ার সন্ধ্যার পাওয়া যায়।

২. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫:২৩২৭, ক্রমিক : ৫৯৫৭
৩. মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, ১:৫২৬, ক্রমিক : ৭৬৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রমাণপঞ্জী

১. **আল-কুরআনুল হাকীম**

২. **আহমদ ইবনে হাম্বল** : আবূ আবদিল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), **আল-মুসনাদ,** আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন (১৩৯৮হি./১৯৭৮ খ্রি)

৩. **বুখারী** : আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ খ্রি.), **আস-সাহীহ,** দারুল কলম, বৈরুত, লেবানন (১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.)

৪. **বুখারী** : আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগিরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ খ্রি.), **আল-আদাবুল মুফরাদ,** বারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়া, বৈরুত, লেবানন (১১৮-১৮১ হি.)

৫. **বায়হাকী** : আবূ বকর আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), **আস-সুনানুল কুবরা,** মাকতাবু দারিল বায, মক্কায়ে মুকাররামা, সৌদি আরব (১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.)

৬. **বায়হাকী** : আবূ বকর আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.),

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শু'আবুল ঈমান, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া (১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.)

৭. তিরমিযী : আবূ ইসা মুহাম্মদ ইবনে ইসা ইবনে সূরা ইবনে মূসা ইবনে দাহহাক সালমী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ খ্রি.), **আশ-শামায়িলুল মুহাম্মাদিয়া,** আল-মুআসসাতুল আলমিয়া (১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.)

৮. হাকিম : আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ খ্রি.), **আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন,** দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.)

৯. ইবনে হাব্বান : আবূ হাতিম মুহাম্মদ ইবনে হাব্বান ইবনে আহমদ ইবনে হাব্বান (২৮০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ খ্রি.), **আস-সাহীহ,** বৈরুত, লেবানন, মু'আসসাতুর রিসালা (১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.)

১০. আবূ দাউদ : সুলায়মান ইবনে আশ'আস সিজিতানী (২০২-২৭৫ হি./৮১৭-৮৮৯ খ্রি.), **আস-সুনান,** দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন (১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.)

১১. ইবনে আবী শায়বা : আবূ বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে উসমান ইবনে কূফী (১৫৯-২৩৫ হি./৭৭৬-৮৪৯ খ্রি.), **আল-মুসান্নিফ,** মাকতাবাতুল রশীদ, রিয়াদ, সৌদি আরব (১৪০৯ হি.)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১২. তিবরানী : সুলায়মান ইবনে আহমদ (২৬০–৩৬০ হি./৮৭৩–৯৭১ খ্রি.), **আল-মু'জামুল আওসাত**, মাকতাবাতুল মা'আরিফ (১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.)

১৩. তিবরানী : সুলায়মান ইবনে আহমদ (২৬০–৩৬০ হি./৮৭৩–৯৭১ খ্রি.), **আল-মু'জামুল কবীর**, মাতবা'আতুল যাহরা আল-হাদীসিয়া, মুসেল, ইরাক (১৪০৪ হি./১৯৮৩ খ্রি.)

১৪. আবদুল কাদের জিলানী : আবূ সলিহ শায়খ আবদুল কাদির ইবনে মূসা ইবনে আবদুল্লাহ আল-জিলানী আল-বুগদাদী (৪৭০–৫৬১হি.), **ফুতূহুল গায়ব**, আল-মাকতাবুস সাকাফিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.)

১৫. আসকালানী : আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমদ কুনানী (৭৭৩–৮৫২ হি./১৩৭২–১৪৪৯ খ্রি.), **ফাতহুল বারী বে-শরহে সাহীহ আল-বুখারী**, দারুন নাশরিল কুতুব আল-ইসলামিয়া, লাহোর, পাকিস্তান (১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.)

১৬. গায্যালী : হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবূ হামিদ মুহাম্মদ (৪৫০–৫০৫ হি./১০৫৮–১১১১ খ্রি.), **ইয়াহয়াউ উলূমউদ্দীন**, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন

১৭. কুশায়রী : আল্লামা আবূল কাসিম আবদুল কারীম ইবনে হুয়াযান আন-নীশাপূরী (৩৭৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হি./৯৮৬ খ্রি.), **আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়া**, দারুল জামীল, বৈরুত, লেবানন

১৮. ইবনে মাজা : আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ যওয়াই (২০৯–২৭৩ হি./৮২৪–৮৮৭ খ্রি.), **আস-সুনান**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.)

১৯. ইবনে মুবারক : আবূ আবদির রহমান আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াযিহ মারওযী (৭৩৬–৭৯৭ হি.), **কিতাবুয যুহদ ওয়ায়লিয়াতু কিতাবিল রাকায়িক**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন

২০. মুসলিম : ইবনুল হাজ্জাজ কুশায়রী (২০৬–২৬১ হি./৮২১–৮৭৫ খ্রি.), **আস-সাহীহ**, দারু ইয়াইয়ায়িত তারাসুল আরবী, বৈরুত, লেবানন

২১. মুকাদ্দসী : শায়খ যিয়াউদ্দীন আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আবদুর রাহমান আল-হাম্বলী (৫৬৭–৬৪৩ হি./১১৭৩–১২৪৫ খ্রি.), **আল-আহাদিসুল মুখতারা**, মাকতাবাতুল নাহযা, মক্কায়ে মুকাররমা, সৌদি আরব (১৪১০ হি./১১৯০ খ্রি.)

২২. নাসায়ী : আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইবনে শু'আইব (২১৫–৩০৩ হি./৮৩০–৯১৫ খ্রি.), **আস-সুনান**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

২৩. **হায়সমী** : নূরউদ্দীন আবূল হাসান আলী ইবনে আবূ বাকার ইবনে সুলাইমান (৭৩৫–৮০৭ হি./১৩৩৫–১৪০৫ খ্রি.), **মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়িদ,** দারুর রায়য়ান লিত তুরাস, কায়রো, মিসর + বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী (১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.)

২৪. **আবু ইয়া'লা** : আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্না ইবনে ইয়াহয়া ইবনে ঈসা ইবনে হিলাল মুসিলী আত-তমীমী, **আল-মুসনদ** (২১০–৩০৭ হি./৮২৫–৯১৯ খ্রি.), দারুল মামূন লিত তুরাস, দামেস্ক, সিরিয়া (১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

লেখক পরিচিতি

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আলকাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি পাস করেন । ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি তাঁকে 'ইসলামে শাস্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তিত্ব , ওলীদের আদর্শ পুরুষ সাইয়িদুনা তাহের আলাউদ্দীন আল-কাদেরী আল-বাগদাদী (রহ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য্ অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশীদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী,মাওলানা আহমদ সাঈদ কাজেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলূনী আল-মালেকী আল-মক্কী রহ. এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদে আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মডেল। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল.এল.বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট,সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিকহ উপদেষ্টা,পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা,ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির দক্ষ সদস্য,আ'লা তাহরীক মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক,পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মলনের সহসভাপতি,আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল,পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংগঠন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ' এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপিঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি ,লাহোর'।

উর্দূ,আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত তিন'শর ওপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে।

মানবকল্যানের কারণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তানৈতিক ও সামাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International Whos who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচে' বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া , পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা , 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন'এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দি মিনহাজ ইউনিভার্সিটির' চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স- উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারনেশনাল বায়ুগ্রোফিক্যাল সেন্টার অব কেম্ব্রিজ- (IBC) এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the Year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্ব- এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who -পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭. নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI) এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ' প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন; বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।

সবুজপত্র পাবলিকেশন

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com